ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 December, 2019 ■ আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ক্যাব ঃ জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়ও

পূর্বোত্তর সফর বাতিল শিনজো আবে ও অমিত শাহর, অসমও অশান্ত

কলকাতা/গুয়াহাটি/শিলং, ১৩ ডিসেম্বর।। ক্যাব'র বিরোধীতার আঁচ এ বার পশ্চিমবঙ্গেও। প্রায় গোটা পশ্চিমবঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ আন্দোলন। সেই সাথে অসমের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির আগুন ছড়িয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। শুক্রবার দিনভর টানটান উত্তেজনা পরিবেশ রয়েছে। পূর্বোত্তরের অন্যতম পাহাড়ী রাজ্য মেঘালয়েও ক্যাব নিয়ে হিংসার আগুন ছড়িয়েছে। সেখনেও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। আহত হয়েছে যাটজনের বেশী।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) নিয়ে উত্তর-পূর্বে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জেরে বাতিল হয়ে গেল অমিত শাহের শিলং সফর। আগামী রবিবার নর্থ-ইস্ট পুলিশ অ্যাকাডেমিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, ওই সফর বাতিল করা হয়েছে। এই সফরেই অরুণাচল প্রদেশেও যাওয়ার কথা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। স্বাভাবিক ভাবেই বাতিল হয়েছে সেই সফরও।

এদিকে, বাংলাদেশের পর এ বার জাপান। সিএবি-এনআরসি ঘিরে উত্তেজনার আবহে স্থগিত হয়ে গেল জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে-র ভারত সফর। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই দেশের পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে এই সফর স্থগিত করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকেই সংবাদ মাধ্যমে জল্পনা তৈরি হয় ভারত সফর বাতিল করতে পারেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিল ও এনআরসির প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল অসমের গুয়াহাটিতেই জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সফর অনিশ্চিত বলে এ দিন সকালে জানায় জাপানের সংবাদ সংস্থা জিজি প্রেস। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক অবশ্য বৃহস্পতিবার জানিয়েছিল, তাদের কাছে এই সংক্রান্ত কোনও খবর নেই।

কিন্তু এ দিন দুপুরে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার বলেন, "দুই দেশের আলোচনার মাধ্যমে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সফর স্থগিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে দু'দেশের সুযোগমতো ফের নয়া দিনক্ষণ স্থির হবে।"

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার উলুবেড়িয়া, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা, বহরমপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি শুরু হয়েছে। অশান্তি ছড়িয়েছে শহর কলকাতাতেও। রেললাইন, জাতীয় সড়ক অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। রাজ্যে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়।

হাওড়ার উলুবেড়িয়া এবং মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার পরিস্থিতি উত্তপ্ত। এদিন প্রথমে ৬ নম্বর জাতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা থেকে আরও ৯টি পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশের সিলমোহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা থেকে আরও ৯টি পণ্য আমদানিতে ছাড়পত্র দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। তাতে, ত্রিপুরা অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে রফতানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বহু দাবি উঠেছে। ত্রিপুরার ব্যবসায়ী সমাজ বিভিন্ন ফোরামে ওই দাবি তুলেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাক্ষাতে ওই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আমদানি পণ্য তালিকা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ত্রিপুরা থেকে পণ্য আমদানির তালিকায় আরও ৯টি পণ্য যুক্ত করেছে। কাজু বাদাম, কাগজ, চিনি, জেনারেটর, ভাঙ্গা কাঁচ, চকলেট, বেবি ওয়াইপার, কনফেকশনারি দ্রব্যাদি ও বিটুমিন এই ৯টি পণ্য ত্রিপুরা থেকে আমদানি তালিকায় যুক্ত করেছে বাংলাদেশ সরকার।

ইতিপূর্বে, ওই পণ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গের বেনাপোল দিয়ে আমদানি করছে বাংলাদেশ। কিন্তু, বেনাপোলের তুলনায় ত্রিপুরা দিয়ে পণ্য আমদানিতে অধিক সাশ্রয়। তাই, বাংলাদেশ সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য, বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্তে ত্রিপুরাও দারুন উপকৃত হবে। কারণ, বাংলাদেশ ত্রিপুরার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ওই পণ্যগুলি কিনবে। ফলে, ত্রিপুরার ব্যবসা বাড়বে। স্বাভাবিকভাবেই, ত্রিপুরার অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মূলত, একতরফা বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধেই ত্রিপুরার ব্যবসায়ীরা বার বার আওয়াজ তুলেছেন। এখন বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তে অনেকটাই সমতা ফিরবে মনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে কোন সংসয় নেই। প্রশাসন এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যে ক্রমাগত ধর্মঘট এবং বিক্ষিপ্তি কিছু ঘটনায় কৈলাসহরে পড়াশোনা করতে আসা উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা নিপাত্তাহীনতায় পড়ে কৈলাসহর থানার দারস্ত হয়েছিল গতকাল বারো ডিসেম্বর সকাল এগারোটায়। এরপর থানায় ওসি, এসডিপিও, এডিশনাল এসপি, এসডিএম সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বৈঠক করে ছাত্র-ছাত্রীদের শহরের একটি বনেদী হোটেলে ভাত খাওয়ানো হয় এবং প্রত্যেকে ছাত্র-ছাত্রীদের দুই কেজি চাল এবং পঁচশো গ্রাম মসুরী ডাল প্রদান করা হয়।

এই খবর সোস্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন গণ মাধ্যম প্রকাশ হবার পর আজ তেরো ডিসেম্বর সকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্‌ধের ভয়াবহতা কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। বনধের ভয়াবহতা কাটিয়ে ছন্দে ফিরেছে ত্রিপুরা। বিভিন্ন মহকুমায় শান্তি বৈঠকের দৌলতে পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। আগরতলায় শুক্রবার সকাল থেকেই রাস্তাঘাটে ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। যানবাহন চলাচলও স্বাভাবিক হয়েছে। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত পুরোদমে চলছে। টানা চারদিন বনধে ত্রিপুরার পরিচিত চেহারা ফিকে হয়ে গিয়েছিল। আজ আবারও সেই পুরোনো উদ্যম লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য, রেল পরিষেবা এখনো পুরোদমে স্বাভাবিক হয়নি।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় টানা চারদিন ত্রিপুরা প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। বনধকে ঘিরে সংঘর্ষে ত্রিপুরায় অশান্তির পরিবেশ কায়েম হয়েছিল। বনধে বহু মানুষের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তবে, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। গতকাল থেকেই শান্তি বৈঠকের উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাতে, জাতি-উপজাতি, রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণে দারুন সাড়া মিলেছে।

আজ সকাল থেকেই সকলের মধ্যে কর্ম ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেছে। বাজার এখনও স্বাভাবিক হয়নি। কারণ, বনধের জেরে পণ্যবাহী গাড়িগুলি রাস্তায় রয়েছে। কিন্তু, নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যে গাড়িগুলি রওয়ানা দিয়েছে বলে খাদ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন। ত্রিপুরা পুলিশের দাবি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হয়েছে। ত্রিপুরাবাসীর নিরাপত্তার প্রশ্নে সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কমলপুর মহকুমা শাসক সুশান্ত সরকার জানিয়েছেন, শান্তিরবাজারে আজ শান্তি বৈঠক করা হয়েছে। আগামীকাল হালহালি সহ আরও তিনটি স্থানে শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন এলাকায় গুজব মোকাবিলা করা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, শক্ত হাতে তা মোকাবিলা করা হবে। এদিকে, কাঞ্চনপুরেও শান্তি বৈঠক চলছে। এছাড়া সিপাহীজলা জেলায় তিনটি স্থানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি, আইনে পরিণত ক্যাব

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানউ সম্মতিও দিয়ে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এবার আইনে পরিণত হল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) ২০১৯। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হওয়ায় পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষা ছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে সম্মতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, ফলে আইনে পরিণত হল নাগরিকত্ব সংশোধনী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথের বলি তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। পথের বলি তিনজন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বছর ২৬ এর মনোধন চাকমাটিআর-০৪-৫৪৯২ নম্বরের বাইকে করে অনিল চাকমা এবং সনাধন চাকমাকে নিয়ে মাছমারা থেকে পেচারথলের উদ্দেশ্যে আসছিলেন। মাছমারা রাস্তা থেকে পেচারথলের রাস্তার দিকে উঠতেই পেচারথল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদলের জামিনের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। পূর্ত ঘোটালায় বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন আবারও খারিজ হয়ে গেল। হাইকোর্ট শুক্রবার এই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। মূলত, বাদলবাবুর বিরুদ্ধে দুটি ধারা মামলা থেকে বাতিল করা এবং চিকিৎসার বিষয়টিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

রাজ্যে স্বাভাবিক হল মোবাইল ইন্টারনেট ও এসএমএস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ৭৬ ঘন্টা পর ত্রিপুরায় মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা পুনরায় চালু হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় বনধকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে সংঘর্ষের ঘটনায় গুজব এড়াতে মঙ্গলবার ৪৮ ঘন্টার জন্য মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছিল। গতকাল ফের ২৪ ঘন্টা সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল। আজ নতুন করে সময়সীমা বৃদ্ধি করেনি ত্রিপুরা সরকার। তাতে, নেটিজেনরা খুবই খুশি হয়েছেন।

মূলত, বনধে অশান্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভয়ংকরভাবে গুজব ছড়াচ্ছিল। ফেসবুক, হোয়াটসআপে মুহূর্তের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। তাতে, ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তাই, মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার সংসদে হামলার বর্ষপূর্তিতে শহীদ নিরাপত্তা কর্মীদের শ্রদ্ধা জানান উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা। ছবি-পিআইবি।

অসমে হিংসায় বাতিল ত্রিপুরার দূরপাল্লার ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় অসমে হিংসায় ত্রিপুরার দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। অবশ্য, অসমেও একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সুভানন চন্দ জানিয়েছেন, ১৪ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট - আগরতলা হামসাফার এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। তেমনি ১৩ ডিসেম্বর শিয়ালদাহ-আগরতলা এবং ১৫ ডিসেম্বর আগরতলা-শিয়ালদাহ কাঞ্চনঝঙ্গা এক্সপ্রেস দুইটি বাতিল করা হয়েছে।

এদিকে, শিলচর-আগরতলা এবং আগরতলা-শিলচর উভয়দিকের ট্রেনের সূচি বদল হয়েছে। সুভানন চন্দ জানিয়েছেন, আজ ওই ট্রেন উভয়দিকে সকাল ১১টায় ছেড়েছে। এছাড়া, শিলচর-ধর্মনগর উভয়দিকের ট্রেন আজ পুনরায় চালু হয়েছে। অন্যদিকে, আগরতলা-ধর্মনগর ট্রেন আজ থেকে পুনরায় যাতায়াত শুরু করেছে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, অসমেও বিভিন্ন রুটে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তিনি জানান, দূরপাল্লার ট্রেন ও লোকাল ট্রেন মিলিয়ে আগামীকাল ৭২টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

অসমে হিংসায় ট্রেন বাতিলে জনদুর্ভোগ চরমে পৌছাবে। এমনকি, ত্রিপুরায় পণ্যবাহী ট্রেন আসতে না পারলে সংকট দেখা দেবে। এমনিতেই দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল হওয়ায় যাত্রীরা ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়েছেন।

কাঞ্চনপুরে শান্তির পক্ষেই সায়, জোরদার আওয়াজ উঠল রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। শান্তি বৈঠকে রিয়াং শর্ণীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের আওয়াজ উঠেছে। তাছাড়া, কাঞ্চনপুর মহকুমাজুড়ে নিরাপত্তা বৃদ্ধির দাবি উঠেছে। কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য জানিয়েছেন, আজ শান্তি বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেকেই শান্তির পক্ষেই সওয়াল করেছেন। তাঁর কথায়, উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় ত্রিপুরা বনধে কাঞ্চনপুরে সংঘর্ষ হয়েছে। শরণার্থীদের একাংশের আক্রমণে উদ্বাস্তুরা থানায় এবং বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। গত সোমবার থেকে কাঞ্চনপুরে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছিল। বনধের সময় রিয়াং শরণার্থীদের মধ্যে একদল উশৃঙ্খল যুবক একজন বনরক্ষীকেও মারধর করেছে। স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতি কাঞ্চনপুরে ভয়ংকর রূপ নিয়েছিল।

শুক্রবার কাঞ্চনপুরে প্রশাসনের উদ্যোগে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

সেখানে মহকুমা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছিল।

প্রশাসনের উদ্যোগে কাঞ্চনপুরে দশদা টাউন হলে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং, জেলা পরিষদের সদস্য ললিত দেবনাথ, বিজেপি কাঞ্চনপুর মন্ডল সভাপতি গৌতম রায়, প্রাক্তন বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং, চাকমা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিরঞ্জন চাকমা, আইএনপিটি কাঞ্চনপুর বিভাগীয় সম্পাদক ভবরঞ্জন রিয়াং, আইনজীবী প্রলয় দেবনাথ, সমাজসেবী শৈলেন্দ্র নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক হেমেন্দ্র র্যাবেল কুমার, উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিৎ শুক্লদাস এবং জাতি-উপজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা প্রমুখ।

সূত্রের খবর, বৈঠকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তাতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা নানা পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু, দীর্ঘক্ষণ আলোচনা সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্নে সকলেই একমত হলেও রিয়াং শরণার্থী ইস্যুতে আনন্দবাজার এলাকার উদ্বাস্তুরা সওয়াল করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন। উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিদের দাবি, ১৯৯৭ সালে মিজোরাম থেকে প্রাণভয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নেওয়া ব্রু শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে যেতে হবে। তাদের অভিযোগ, ব্রু শরণার্থীদের একাংশ মাঝে মধ্যেই সন্ত্রাস করে থাকেন। বনধের দিনেও তারা সন্ত্রাস করেছেন। এই বিষয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক জাানিয়েছেন, তদন্ত সাপেক্ষে ব্রু শরণার্থীদের হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যাব ঃ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ প্রদ্যুৎ কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল অসাংবিধানিক দাবি করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় ওই বিল লাগু হউক, তা চাই না। তাই, ওই বিল ত্রিপুরায় লাগু হতে দেওয়া হবে না।

প্রদ্যুতের বক্তব্য, ত্রিপুরায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে একাধিকবার শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, ১৯৪০ সালে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন ত্রিপুরার মহারাজা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন। তেমনি ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে দাঙ্গা হাওয়ায় সেখান থেকে আসা হাজার হাজার শরণার্থীদের ত্রিপুরায় থাকতে দেওয়া হয়েছিল। প্রদ্যুতের দাবি, ১৯৪৮ সালে ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের জন্য ৩০০ একর জমি বরাদ্দ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯৫৬, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, এদেশে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে একাধিকবার শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ফলে, এখন পুনরায় বোঝা নেওয়ার ক্ষমতা নেই আমাদের, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার জনজাতিদের ত্যাগের ইতিহাস রয়েছে। তা কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝতে হবে। তাদের সমস্যা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মালিকের বাড়ীতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কর্মচারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর ।। এয়ারপোর্ট থানাধীন নতুননগরের রায়পাড়ায় জুয়েলারী দোকানের মালিকের বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক। তার নাম তরণী অধিকারী। বাড়ি সেকেরকোর্টের পাণ্ডবপুরে। পিতৃহীন এই যুবককে তার মা এবং মামা প্রায় সাড়ে তিনবছর আগে নতুন নগরের নারায়ণ পালের জুয়েলারীর দোকানে কাজ শেখার জন্য দিয়ে যান। মালিকের বাড়িতে থেকেই সে কাজ করত। বৃহস্পতিবার রাতেও দোকান থেকে টিফিন খেয়ে একসাথেই তারা বাড়িতে আসে। রাতে অবশ্য খিদে নেই বলে ভাত খায়নি তরুণী। শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠার জন্য ডাকলে সে সাড়া দেয়নি। ঘরের ভিতর থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৬৬ ▫ ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২৮ অগ্রহায়ণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ঘোলা জলে মাছ শিকার

শান্তি ফিরাইয়া আনাই হইবে এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গত কয়েকদিনে বন্‌ধের কারণে যে ভয়ানক ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছে, যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ কায়েম হইয়াছে যেখানে হিংসার রেষারেষির পরিস্থিতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেখানে তাহার যথাযথ মোকাবেলাই আজ বড় কথা। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবীতে ত্রিপুরায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মাশুল তো গুনিতেছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু, রাজনীতিকরা কি এই ঘোলা জলে মাছ শিকারের ফন্দি আঁটিতেছেন না? ত্রিপুরায় আগুন জ্বালাইয়া এক শ্রেণীর উপজাতি নেতারা এখন কেন্দ্রের দ্বারস্থ। আজ আসাম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পরিস্থিতি এমন ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে স্বাভাবিক করিতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াইতে হইবে। এমনিতেই এনআরসি তালিকা নিয়া আসামে উত্তপ্ত পরিস্থিতি কায়েম হইয়া আছে। তাহার মধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আগুনে ঘৃতাহুতির মতো কাজ করিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক অব্যাহত রাখিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে ত্রিপুরার আন্দোলনকারী নেতারা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। নেতাদের খুশী করিতে গিয়া কেন্দ্র কি এমন দাবী মানিয়া নিবে যাহা ত্রিপুরার মতো রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাপল পুড়িবে। বিভিন্ন সূত্রে নানা কথাই ছড়াইতেছে। ত্রিপুরা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে রাজ্যের সব অংশের মানুষের মতামতকে মূল্য দিতে হইবে। ত্রিপুরা এমন একটি স্পর্শকাতর রাজ্য যেখানে স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করিতে পারে। ১৯৮০ সালের ভয়াবহ নজীরবিহীন দাঙ্গায় রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ বিপন্ন হইয়াছিল। রক্তে ভাসিয়াছিল ত্রিপুরা। সেই কলংকিত ইতিহাসকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। সেই শিক্ষাই আমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকিতে সহায়তা করে।

শান্তি ফিরাইয়া আনিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনের উদ্যোগে শান্তি বৈঠক করা হইতেছে। ধলাই জেলার কমলপুর সহ বিভিন্ন মহকুমায় বৃহস্পতিবার শান্তি বৈঠক হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সারা রাজ্যে শান্তি বৈঠকের নির্দেশ দিয়াছেন। যাঁহারা অশান্তির আগুনে ঘি ঢালিয়াছেন তাহারা নিরাপদ দূরত্বে আছেন। কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক করিয়া নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার চেষ্টা চালাইতেছেন বলিলে হয়তো ভুল বলা হইবে না। ত্রিপুরায় রাজ্যের পরিস্থিতির উপর জনমনে কি ভয়ানক ক্ষোভ দেখা দিয়াছে তাহারও তো আঁচ মিলিয়াছে। অনির্দিষ্টকালের বন্‌ধের ডাক রাজ্যের বিভিন্ন শহরে প্রত্যাখাত হয়। কিন্তু, পুলিশের হাতে আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীরা যখন ত্রিপুরা বন্‌ধ ডাকিয়া বসিল তখন তাহা কিভাবে সর্বাত্মক হইল? এই প্রশ্ন তো এখন খুব প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, চাল-চুলোহীন কংগ্রেসের ডাকে এখন প্রায় সর্বাত্মক বন্‌ধ পালিত হইল? ইহার পিছনে কি রহস্য লুক্কায়িত? পুলিশের উপর কিংবা সরকারের উপর মানুষের ক্ষোভ কি এই বন্‌ধের মাধ্যমেই দেখা দিল? তাহা আজ ভাবিবার বিষয়। কংগ্রেসের ডাকা ত্রিপুরা বন্‌ধের দিন কংগ্রেস বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তেমন সংঘর্ষের বা হাঙ্গামার খবর নাই। আগরতলায় পুলিশের সাথে কংগ্রেসের বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে। অথচ সারা রাজ্যে কমবেশী কংগ্রেসের ডাকা বন্‌ধ পালিত হইয়াছে। মোট কথা হইল, পাহাড়ে ঘোলা জলে মাছ শিকার করিতে চাইছে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল। কিন্তু, এই রাজনীতি তো চরম আত্মহননের পথ।

ক্ষমতাসীন বড় শরিক বিজেপি রাজ্য জুড়িয়া সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তেমন জোরদার ভূমিকা নিতে পারে নাই। এডিসি দখল করিতে হইলে তো উপজাতি ভিত্তিক দলগুলির সঙ্গে মিত্রতার পথ মসৃন করিতে হইবে। বিজেপির সঙ্গে সরকারে থাকিলেও আইপিএফটির মতলব অন্য। পাহাড়ে বিজেপির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘাতে আছে এই উপজাতি ভিত্তিক দল। বিজেপির বিরুদ্ধাচরণ চালাইয়া যাইতেছে অথচ এই গেরুয়া দলের সঙ্গে সরকারেও আছে। এমন আজব ঘটনা সারা দেশে আর আছে কিনা সন্দেহ। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আনিবার পর রাজ্যের বিজেপি কি প্রতিবাদ আন্দোলন করিতে পারে? কিন্তু, বিজেপির সঙ্গে সরকারে থাকিয়া আইপিএফটি কিভাবে কেন্দ্রের সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা বন্‌ধ ও মারমুখী আক্রমণ শানিতে পারে? একথা স্পষ্ট যে, এডিসি নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে জোট হইবে না আইপিএফটির। সুতরাং এই নির্বাচনে জয় পাইতে হইলে অন্যান্য উপজাতি দলগুলির সঙ্গে জোট করিতে পারে। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির কর্মকর্তারা তো কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় যথেষ্ট প্রীতি হইয়াছেন। এই প্রীত তো প্রীতিতে পরিণত হইয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়। রাজনীতিতে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। এনআরসি ইস্যুতে মতানৈক্যের কারণে কংগ্রেস ছাড়িয়া প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এখন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির কর্ণধার হইয়া সারা রাজ্যেই আন্দোলন ছড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার পিছনে তো সেই ঘোলা জলে মাছ ধরার মতো মনে হইতেছে। এডিসি নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজনীতির এই পালা বদল চলিতেই থাকিবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করিয়া এখন সন্তোষ ব্যক্ত করিতেছেন। কিন্তু, সেই প্রদ্যুৎ কিশোর কি জানেন এই লাগাতর আন্দোলন রাজ্যের কী ভয়ানক ক্ষতি ডাকিয়া আনিল। এই ক্ষতি সহজে পূরণ হইবার নহে। রাজনীতির অংক বা রণকৌশল যাই হউক এখন বড় প্রশ্ন রাজ্যে শান্তি ফিরাইয়া আনা। এতদিন যে অনাবিল শান্তিতে জাতি উপজাতির মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চলিয়াছে। সেই দিন ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই ঐক্যই এই পার্বতী রাজ্যে প্রাণ ভোমরা। তাহাকে যেকোনও মূল্যে বাঁচাইতে হইবে।

ঝাড়গ্রামে ফের নতুন করে এলাকায় তান্ডব চালল দাঁতালের দল

ঝাড়গ্রাম, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের নতুন করে এলাকায় তান্ডব চালল দাঁতালের দল।আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকার মানুষের মধ্যে।পাশাপাশি ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা। শুক্রবার ভোরেই ওড়িষা রাজ্য থেকে প্রায় শতাধিক দলমা হাতির দল এসে গেল নয়াগ্রাম ব্লকের কেশররেখা রেঞ্জের বাঁশখালি জঙ্গলে। পুজার আগে দলমা দল ফিরে গিয়েছিল। বেশ কয়েকটি স্থায়ী হাতি নয়াগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন জঙ্গলে থাকলেও বড় দলটি ফিরে গিয়েছিল ওড়িষার দিকে।

সুত্রের খবর, এদিন ভোরে প্রায় নব্বুইটির কাছা কাছি হাতির দল নায়াগ্রাম ব্লকের কেশররেখা রেঞ্জের বালিগেড়িয়া বাঁশতলার জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিয়েছে।এই বড় দলমার দলটি এলাকায় বেশ ক্ষয়ক্ষতি চালাতে বলে আশঙ্কা করছে বনদফতর এবং স্থানীয় মানুষজন।বনদফতর দলটিকে জঙ্গলে আটকে রাখার চেষ্টা করছে।দলটিকে ড্রাইভ করে ব্লকের চাঁদাবিলা রেঞ্জের তপবনের গভীর জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেওয়া চেষ্টা করবে।

বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে দলমা দলের হাতির খাদ্যাভাসে ব্যাপক বদল এসেছে।দলমা দলের হাতি বা স্থায়ী হাতি এখন কেবলমাত্র জঙ্গলকে আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করছে। খাদ্যের জন্য তারা পুরোপুরি নির্ভর করছে জমির ফসলের উপর।জঙ্গলের খাদ্য তাদের কাছে তেমন আকর্ষনীয় বা সুস্বাদু হচ্ছেনা। তাদের কাছে অনেক বেশি লোভনীয় বা সুস্বাদু হল ধান,শীত কালিন সবজি,আলু সহ অন্যান্য সবজি।হাতির এই খাদ্যাভাসের বদল নিয়ে চিন্তায় রয়েছে বনদফতর।কারন হাতির দল এলাকায় ঢুকলেই এরা আর জঙ্গলে থাকছে না নেমে আসছে জমিতে।ফলে গ্রামীন এলাকা গুলিতে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার ভোরে একশো চারটি হাতির মধ্যে প্রায় নব্বুইটি দলমা দলের হাতি ঢুকে পড়ে বাঁশখালির জঙ্গলে।চোদ্দটি হাতি রয়ে গিয়েছে ওড়িষ্যার দিকে। বনদফতরের টিম হাতি গুলি যাতে গ্রামের দিকে না আসে তার দিকে নজর রাখছে। এদিকে সারা বছর স্থায়ী হাতির উপদ্রপে বিশেষ করে নয়াগ্রাম ব্লকে ক্ষয় ক্ষতি লেগেই থাকে। পুজার পর আবারও দলামার বড় দল ঢোকায় স্থানীয় কৃষকদের কপালে ভাঁজ পড়েছে।।এই বিষয়ে খড়্গাপুর বনবিভাগের ডিএফও অরুপ মুখ্যোপাধ্যায় বলেন “ এদিন ভোরে প্রায় পঁচাশিটির কাছাকাছি দলমার দল ওড়িষ্যা থেকে নয়াগ্রাম ব্লকের কেশররেখা রেঞ্জের বাঁশখালির জঙ্গলে ঢুকেছে।বনদফতর নজর রাখছে।

গান্ধীজি কেন জাতির জনক

গৌতম রায়

হিংসা সম্পর্কে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক ভিত্তি বুঝতে হবে গান্ধীজিরই বক্তব্যের উপর। গান্ধীজি বলেছিলেন, ‘তত্ত্ব হিসেবে অহিংসা কী, তা কেউ জানে না। ভগবানকে যেমন ব্যাখ্যা করা যায় না, হিংসাকেও তেমনি বোঝানো শক্ত। কিন্তু অহিংসার বাস্তব ব্যবহারের সময়, আমরা তার চকিত দর্শন পাই । যেমন চকিত দর্শন পাই ভগবানের কাজের মধ্যে আমাদের ভেতর দিয়ে। (Mahatma-Tendulkar,vol-8,page-307)

অহিংসার একটা যথার্থ সংজ্ঞা গান্ধীজি কিন্তু দিয়ে যেতে পারেননি। তাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ‘অহিংসা’ শব্দটির কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রশ্নই ওঠে না। অহিংসা কিন্তু হিংসাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। আবার অহিংসার সঙ্গে অহিংসার সংঘর্ষ সংঘাত এড়াতেও পারে না। দাপটের বিরুদ্ধে, ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে, বিদ্বেষের বিরুদ্ধে, লড়াইয়ে নামই হল অহিংসা।

তাই খুব পরিষ্কার করে বলতে হয় অহিংসা হিংসাকে এড়াতে পারে না। হিংসার প্রতি এক ধরনের প্রত্যয়ী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার ভেতর দিয়েই যে অহিংসার কার্যকারিতা, তার রূপ নির্মাণ নির্ভর করে, একথা বলতেই হয়। তার মানে এটা ধরে নেওয়ার কোনও দারুণ নেই যে যারা ঝঞ্ঝাট এড়াতে চায়, যুদ্ধ বিগ্রহ করাতে চায় না, অত্যাচারীকে এড়িয়ে চলতে চায় ---এই ধরনের সৌখিন শান্তিবাদী তকমা পরা মানুষরাই অহিংসা। এইসব মানুষদেরকে গান্ধীজি অতি হাস্যকর জীব বলে মনে করতেন।

অপরপক্ষে ভয়ের জন্য শান্তির পথ, আরাম আয়েশ স্বস্তির জন্য অহিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা মানুষদেরকে গান্ধীজি দেখতেন করুণার পাত্র হিসেবে। একটা ইঁদুর যে বেড়ালের কাছে এখনও অহিংস হতে পারে না, এর মূল কারণ হল ইঁদুর কোনওকালে অহিংস হতে পারে না। এই সাহসের অভাবটা কিন্তু বড় কথা। যারা সহিংস বিরোধিতায় সক্ষম, তারা কিন্তু অহিংসা হতে পারে। আর দুর্বল ভীরুরা কখনও হিংসা করে না, দুর্বলের কাছেও হিংসা বলে কোনও বস্তু থাকতে পারে না এটাই ছিল গান্ধীজির অহিংসা ঘিরে দর্শনের মূল কথা।

মৃত্যুকে এড়ানোর জন্য হিংসার প্রয়োজনীয়তায় গান্ধীজি কখনও বিশ্বাসী ছিলেন না, এটা যাঁরা মনে করেন, দেশের স্বাধীনতা আনার লক্ষ্যে, কখনও কোনওরকম সংহারের প্রয়োজন নেই, প্রাণহানির প্রয়োজন নেই এটা যাঁরা মনে করতেন, তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর গান্ধীজি কিন্তু সুবিধাবাদ আর ভয়কেই প্রশ্রয় দেওয়ার মানসিকতা দেখতে পেয়েছিলেন। গান্ধীজি কখনও সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য তার অহিংস তত্ত্বের কথা বলেননি। বোম্বের আজাদ ময়দানে ১৯৩১ সালের প্রথমদিকে গান্ধীজি খুব দীপ্ত ভাষায় বলেছিলেন, স্বাধীনতার জন্য দশ লক্ষ ভারতীয় প্রাণ বলিদান দিতে প্রস্তুত, আমি এই কথা ইংল্যান্ডে ইংরজদের বলে এসেছি (Mahatma-Tendulkar,vol-3,page-186)

তাই গান্ধীজি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পেরেছিলেন, সেই জাতির মহান, যে জাতি মৃত্যুর বালিশ মাথায় নিয়ে বিশ্রাম করে। যারা মৃত্যুর ভয় ত্যাগ করতে পেরেছে তারা সব কিছুর ভয় থেকে মুক্ত । (ঐ vol-7,page-30)

মেদিনীপুরের বুকে দাঁড়িয়ে এক বক্ততায় গান্ধীজি বলেছিলেন, লোকের ভয় হয় এই যে, বুঝি হত্যা না করাটাই অহিংসা। কখনও কখনও হিংসা আন্দোলনের মধ্যে হত্যাটাই শুদ্ধতম কাজ এমন দেখা যায়। ১৯২৪ সালে গান্ধীজি ঘোষণা করেছিলেন আমি ভারতের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে চাই এবং তার জন্য প্রাণ দেবও। কেননা ভারতের মুক্তি সত্যের অংশ। একমাত্র মুক্ত ভারতই ভগবানের আরাধনা করতে পারবে।

তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার জন্যই মানুষ কিন্তু বেঁচে

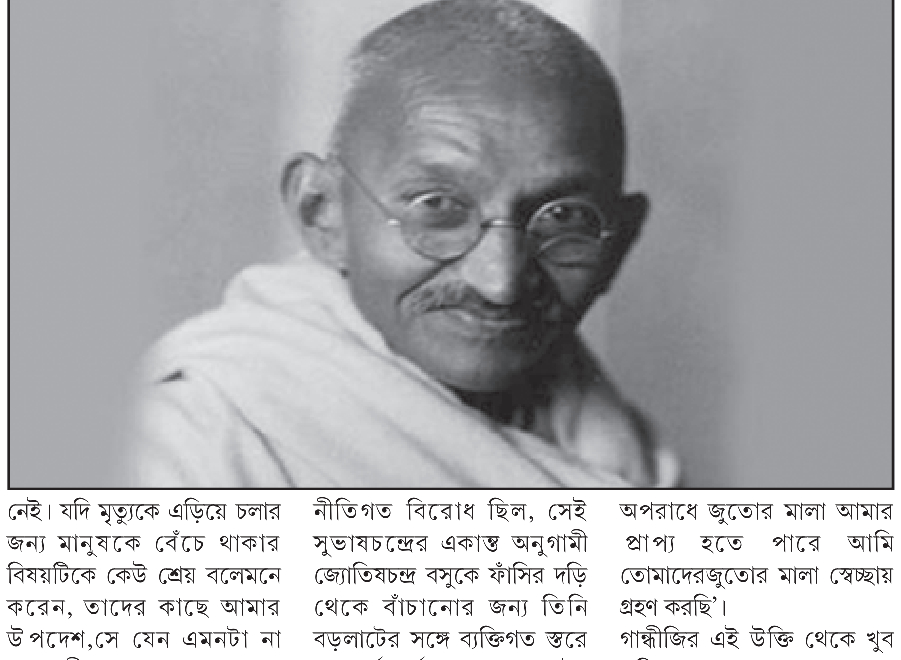

নেই। যদি মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার জন্য মানুষকে বেঁচে থাকার বিষয়টিকে কেউ শ্রেয় বলেমনে করেন, তাদের কাছে আমার উপদেশ,সে যেন এমনটা না করে। জীবনকে যত ভালোবাসো, সেইরকম এমনকী তার থেকেও বেশি মৃত্যুকে যদি ভালবাসতে পারো, সেই হল আমার পথ। কেউ হয়ত বলবে এ পথ বড় কঠিন। উপদেশের পথ পালন করা আরও বেশি রকমের কঠিন। কিন্তু এটাই হল আমার কথা। প্রতিটি মহৎ কাজ খুব শক্ত। উপরের দিকে ওঠা খুবই কষ্টকর। নীচের দিকে নামা কিন্তু সহজ। নীচে নামার পথ কিন্তু পিছল পথ। জীবন তখনই উপভোগ্য হবে, যখন মৃত্যুকে বন্ধুর মতো দেখা সম্ভব হবে। শত্রুর মতো নয়।

জীবনের নানা প্রলোভনকে জয় করতে হলে মৃত্যুর সাহায্য নিতে হবে। মৃত্যুকে স্থগিত রাখার জন্য ভীরুরা নিজের সম্মান, স্ত্রী কন্যা পুত্রসন্তান সমস্ত কিছু বিসর্জন দেয়। কিন্তু সাহসী মানুষ জীবন দেয় তবু ইজ্জত দেয় না। সময় যখন আসবে এবং যে সময় হয়ত আসছে, তখন আমার এই উপদেশ কীভাবে পালন করতে হবে, তা অনুমান করতে হবে না, আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেব। আজ আমার কথা শুনবার জন্য কতজন আছে। একজন মাত্র আছে? এতে আমার বক্তব্যের মূল্য বিচার হবে না। আরম্ভ চিরকালই খুব কতিপয় মানুষদের দিয়ে হয়। এমনকী একজনের হাত দিয়েও শুরু হয়। (ঐvol-7,page-249)

এই বীরের অহিংসার কথায়ই কিন্তু গান্ধীজি তাঁর গোটা জীবনভর বলে গেছেন। এই বীরের অহিংসার সবথেকে বড় গঠনমূলক দিক হল, ভারতবর্ষের প্রবাহমান বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, সমন্বয়ী চিন্তার দ্বারা লালিত পালিত সংস্কৃতিকে জনগণের ভেতর দিয়ে, সম্প্রীতির ভারত, সমন্বয়ী সাধনা আর ধর্মনিরপেক্ষতার ভারতকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে স্থাপনের অঙ্গ। সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের পথ ঘিরে গান্ধীজির নিজস্ব ধ্যানধারণা অনুযায়ী কিছু রক্ষণশীল মানসিকতার থাকলেও, সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন—এমন ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এবং মহাত্মা গান্ধির জীবন ও কর্মের সার্বিক ধারণা সম্পর্কে আদৌ সম্ভব পরিচিত নন।

কত ফেরারী বিপ্লবী যে গান্ধির সঙ্গে নির্ভয়ে কথাবার্তা বলতেন, তর্কাতর্কি করতেন, চেঁচামেচি করতেন---তার কোনও ইয়ত্তা নেই। বহু বিপ্লবীকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। যে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে থাঁর কিছু নীতিগত বিরোধ ছিল, সেই সুভাষচন্দ্রের একান্ত অনুগামী জ্যোতিষচন্দ্র বসুকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি বড়লাটের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে কথাবার্তা পর্যন্ত বলেন। বড়লাটের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত স্তরের কথাবার্তার ভিত্তিতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবেনীয়ভাবে ফাঁসির মঞ্চে উঠে যাওয়ার পরও জ্যোতিষচন্দ্র বসুর ফাঁসির আদেশ বাতিল করেছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ প্রশাসন।

অনেকেরই মনে গভীর প্রশ্ন, দুঃখ ও হতাশা আছে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির কার্যত নীরব ভূমিকা ঘিরে। গান্ধীজির সামগ্রিক রচনাবলি এবং তাঁকে তাঁর সমসাময়িক মানুষদের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ পড়লে, আমরা খুব গবীরভাবে এটা বুঝতে পারি যে, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি তিনি রুখতে পারেননি বলে, তাঁর মনে একটা গভীর বেদনা সবসময় কাজ করতে।

গান্ধি আরউইন চুক্তির কালে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রদ করার দাবিকে কেন তিনি শর্ত হিসেবে রাখেননি---এই বক্তব্য ঘিরে গান্ধীজির বিরুদ্ধে বারতবর্ষের মানুষ সেদিনও যেমন ক্ষুব্ধ ছিলেন, আজও হয়ত একাংশের মানুষ ক্ষুব্ধ। কিন্তু এই সময়কালের ইতিহাসের দিকে যদি আমরা একটু নজর দিই, তাহলে দেখতে পাব, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রদ করার জন্য যেভাবে কোনও ভূমিকা নিতে পারেননি বলে গান্ধীজি কথখানি ব্যথিত ছিলেন।

ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রুখতে গান্ধীজির শীতল মনোভাবের অভিযোগে একদল মানুষ লাহোর স্টেশনে গান্ধিজিকে কালো পতাকা দেখান। তাঁর গলায় জুতোর মালা পরান। এই বিক্ষোভকারীরা যখন লাহোর স্টেশনে গান্ধীজির গলায় জুতোর মালা পরাতে আসেন, গান্ধীজির সবিনয়ে জুতোর মালা নিজে গলায় পরেন। বিক্ষোভকারীদের তিনি অত্যন্ত নম্রদীপ্ত ভাষায় বলেছিলেন, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রদ করার দাবি তিনি শর্ত হিসেবে রাখতে পারেননি কারণ সেই শর্ত রাখতে পারেননি কারণ সেই শর্ত রাখলে আরউইনের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তি হত না। গান্ধীজি সেদিন বলেছিলেন—কিন্তু আমি চুক্তিটির প্রয়োজনীয়তা কখনও অস্বীকার করতে পারিনি। চুক্তিটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বলে মনে করাতে, দুঃখের সঙ্গে সেই শর্ত তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে ভগৎ সিংয়ের জীবনকে রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাঁর জীবনরক্ষা না করতে পারার জন্য যে অপরাধ, সেই অপরাধে জুতোর মালা আমার প্রাপ্য হতে পারে আমি তোমাদেরজুতোর মালা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছি’।

গান্ধীজির এই উক্তি থেকে খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আরুনের সঙ্গে চুক্তির কালে,তিনি প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রদ করার প্রসঙ্গটি রেখেছিলেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার চাপে চূড়ান্ত পর্যায়ে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রদের বিষয়টিকে তিনি রাখতে পারেননি।

ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রদের বিষয়টিকে আরউইনের সঙ্গে চুক্তির শর্ত হিসেবে রাখেতে পারেননি বলে গভীর ব্যথা যে গান্ধীজি পেয়েছিলেন, সে কথা প্রকাশ্যে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে স্বীকার করে নেওয়ার যে ঘটনাটি, সেটি কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের জাতীয় আন্দোলন পর্যায়ের আলোচনায় সেভাবে আলোচিত হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ ইতিহাস পিপাসু মানুষ যাঁরা খুব গভীরভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করতে পারেন না, তাঁদের কাছে গান্ধীজি সম্পর্কে একটু ভুল ধারণা তৈরি হয়।

আইউইনের সঙ্গে গান্ধীজির এই চুক্তি নিজেদের আন্দোলনকে খর্ব এবং ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল—এই জাতীয় একটি সমালোচনা কিন্তু অবশ্যই আছে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজি খুব দীপ্তভাবে বলেছিলেন, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে সবাই বিজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু আগে থেকে সবকিছু পরিণাম বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে।’

গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে কংগ্রেসের মর্যাদা এবং জনসাধারণের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস খুব বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জনসাধারণের ভেতরেই আত্মপ্রত্যয় জেগেছিল যে, ভারতবর্ষ তাদের সত্যি সত্যি স্বাধীন হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে কিন্তু গানিঝ আরইউন চুক্তি বিশেষ রকমের স্বীকৃতি পেয়েছিল।

একথা আমাদের বুলে গেলে চলবে ন, জাতীয় আন্দোলনকালে কংগ্রেস সম্পর্কে গান্ধীজি পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, কংগ্রেসকে সমস্ত দেশের প্রতিনিধি হতে হবে। যাঁরা কংগ্রেসে বিশ্বাস করে না, এমনকী যাঁরা সম্ভব হলে কংগ্রেসকে চূর্ণ - বিচূর্ণ করে দিতে চায়, তাদের স্বার্থেও কংগ্রেসকে অবহেলা করলে চলবে না।

সব পক্ষের বিপক্ষের, সমস্ত মানুষের সার্বিক মঙ্গল চাইতেন বলেই কিন্তু গান্ধীজি হয়ে উঠেছেন আমাদের জাতির পিতা। পিতা যেমন সকল সন্তানকে ভালোবাসে, যে ছেলেটা অবাধ্য হয়ে গেছে, যে ছেলেটা দুষ্টুমি করছে, যে ছেলেটা তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, তাকেও পর্যন্ত অবহেলা করো না—তেমনভাবেই কিন্তু গান্ধীজি জাতির মঙ্গল চেয়েছিলেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই কিন্তু গান্ধীজিকে আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা দরকা। বিপ্লবীদের গান্ধীজি বলেছিলেন---যদি তোমরা তোমাদের লক্ষ্য অন্য কোনও উপায় পৌঁছতে পারো, নির্ভয়ে সেই পথে চলো। তোমরা আমার অভিনন্দন পাবে। কেননা আমি কোনও অবস্থাতেই কাপুরুষতা সহ্য করতে পারি না। আমার মৃত্যুর পরে কেউ যেন এই অভিযোগ না করে যে, আমি কাপুরুষতার শিক্ষা ও তাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছি। যদি তোমরা মনে করো যে, আমার শিক্ষা সেদিকেই নিয়ে যায়, তবে তোমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করো না আমাকে বর্জন করতে। বরং আমি চাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার ঘুষির বদলে ঘুষ খেয়ে মরো। কখনও ভয়ে ভীত হয়ে মরো না। (ঐvol-7,page-141)

এই দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণেণ জন্যই তিনি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক। এজন্যই তিনি জাতির পিতা।

নোয়াখালির দাঙ্গার অব্যবহিত পরে কিছু পুরনো বিল্পবীদের সঙ্গে গান্ধীজির যে কথোপকথন হয়েছিল, তার ভেতর দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, সম্প্রীতি রক্ষা কীভাবে গান্ধীজির জীবন বেদ হয়ে উঠেছিল।

ওই বিপ্লবীদের গান্ধীজি বলেছিলেন, তোমরা দেখছো আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু, আমি অস্ত্রে ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও নিষেধাজ্ঞা করছি না। অস্ত্র তোমাদের সংগ্রহ করে দেওয়া আমার কাজ হতে পারে না। চট্টগ্রাম অস্ত্রগার দখলকারীদের অস্ত্র সংগ্রেহের কাজ কেউ আমাকে করে দিতে নিশ্চয়ই বলবে না। অস্ত্রাগার অধিকার করা বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, তাঁরা তাঁদের দল বাড়াতে পারল না। তাঁদের বীরত্ব সংক্রামক হতে পারেনি। এই সময় একজন কর্মী গান্ধীজিকে বলেন, তাতে আর আশ্চর্য কী অস্ত্রাগার দখলকারীদের নিন্দা করা হয়েছিল। দীপ্তভাবে গান্ধীজি সেই বিপ্লবীকে ইজজ্ঞাসা করেন, ‘কে ন্দিা করেছিল? হয়ত অআমি করেছিলাম। কিন্তু সে কথার অর্থ ভিন্ন রকম।’ বিপ্লবীটি তখন গান্ধীজিকে বলেন, ‘জনসাধারণও ন্দিা করেছিল। আমি নিজেই অস্ত্রাগার দখলকারীদের একজন।’ সুস্পষ্ট ভাষায় গান্ধীজি তখন সেই বিপ্লবীকে বলেন, ‘না দেশ কখনও তাঁদের নিন্দা করেনি। তাছাড়া তুমি সেই বিপ্লবীদেরমধ্যে একজন নও। তা যদি হতে, তাহলে তোমার পক্ষে আজ আমার কাছে এইসব মর্মস্পর্শী ঘটনার খবর নিয়ে আসার অবসর হত না। তোমাদের মধ্যে আজও সেই দলের তোমাদেরমধ্যে আজও সেই দলের এতজন মানুষ জীবিত আছেন নোয়াখালির এই কলঙ্ক চাক্ষুস দেবার জন্য। আমার কাছে অতি শোচনীয় ঘটনা বলে মনে, হয়, যাঁরা অস্ত্রাগার দখল করার সময় যে সাহস দেখিয়েছিলেন, আজ যদি তাঁরা নোয়াকালি হিন্দুদের এই সংকটে তেমনি নির্ভীকতা দেখাতে পারতেন। তবে তাঁরা ইতিহাসের পাতায় বীর সন্তান হিসেবে স্থান পেয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁরা যা করছেন, তাতে তাঁদের নাম ইতিহাসের কোন পাদটিকার মতো একটু সামান্য স্থান অধিকার করে আছে মাত্র। তোমার লক্ষ্য করেছো, আমি আগেও বলেছি যে, অস্ত্রে শিক্ষা তোমরা ত্যাগ, করে আমার ধরনের বীরত্বের পথ অনুসরণ করো, আমি তোমাদের বলছি না। আমার ধরনের বীরত্ব বা পথকে আমি কখনও স্পষ্ট করে তুলতে পারিনি আমার নিজের জন্য তা নির্ভূল করে উছতে পারিনি। পূর্ববঙ্গে আমি আমার পথের পরীক্ষা করতে এসেছি। আমি তোমাদের প্রচলিত চিরাচরিত বীরত্বের পথ গ্রহণ করতেই বলছি। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার আশা এই যে, তোমরা অন্যদের নারী ও পুরুষ সবারই প্রাণে তোমাদের সাহসের সংক্রমণ করাতে পারবে, যাতে তাঁরা নিজেদের সম্মান ও ইজ্জত রক্ষা করার জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পায়। তাহলে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে থাকতে পারবেন। নইলে নয়। কেননা শেষ পর্যন্ত মুসলমানেরা আমাদেরই রক্তের রক্ত। আমাদের হাড়ের হাড়।’ (ঐvol-7,page-301)

এই মর্মস্পর্শী সত্য ভাষণের ভেতর দিয়ে গান্ধীজি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির আত্মনিবেদিত প্রাণ হিসেবে, ভারতবর্ষের যুগ যুগান্ত লালিত বাহিত প্রতীক হিসেবে, তিনি কীভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। আজকের গোটা ভারতবর্ষ যখন চিরাচরিত বহুত্ববাদী ভারতবর্ষের চেতনা থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান শিখ জৈন। পারর্শীদের মিলিত স্রোতধারা থেকে দূরে সরে গিয়ে, সংকীর্ণ একটি পথকে ‘হিন্দুত্ব’ বলে পরিচালিত করে, তাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবার করতে চাইছে, তখন আমাদের বারবার মনে রাখা উচিত, মহাত্মার সেই আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণ, ‘কেননা শেষ পর্যন্ত মুসলমানেরা আমাদেরই রক্তের রক্ত, আমাদের হাড়ের হাড়।’ এই সাধনায় সাধন করতে পেরেতেই যুপকাষ্ঠে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন গান্ধীজি। সেই যূপকাষ্ঠে হয়ত আমাদের আরও অনেকেই নিজেদের সঁপে দিতে হবে। কিন্তু সেই সমর্পনের ভেতর দিয়ে চিরকালের সমন্বয়ী ভারতবর্ষ, বহুত্ববাদী ভারতবর্ষের চিন্তা চেতনাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে। পরাজিত হবে ধর্মান্ধতা। পরাজিত হবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার। হেরে যাবে ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধর্মান্ধ করে তোলবার এই জঘন্য, কুৎসিত মানসিকতা। হেরে যাবে বীভৎস সাম্প্রদায়িকতা। পরাজিত হবে মৌলবাদ। পরাজিত হবে সংখ্যালঘুর ওপর সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় রাজনৈতিক সব ধরনের অত্যাচারের নোংরা কুৎসিত গভীর ষড়যন্ত্র।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে পেঁয়াজের দাম কমবে

বিদ্যুৎ ভৌমিক

পেঁয়াজের অস্বাভাবিক চড়া বাজারদের প্রখর ঝাঁজে রন্ধনশালায় শুধু গৃহিনীদের ও চোখে জল আসে না, খুচরো বাজারে গৃহকর্তারা ও একেবারে নাজেহাল ও বেসামাল। আর গরিব গুর্বো মানুষদেরই বা এই চরম পরিস্থিতিতে পেঁয়াজ খরিদ করার সাধ্য ক’জনেরই বা আছে? এর উত্তর অজানা। দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে সেঞ্চুরী ছুঁয়েছে অজান্তে। খরিদ্দারেরা আলুর মতো বলছে এর শেষ কথায়? বিজ্ঞামহলের ধারণা, এভাবে বাজারে পেঁয়াজের আমদানি কমতে থাকলে পেঁয়াজের দাম আরও উর্দ্ধগামী হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে প্রায় ৯ লক্ষ টন পেঁয়াজ লাগে। রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন মেরে কেটে ৫ লক্ষ টন বা তারও কম। তাহলে এরাজ্যে পেঁয়াজের চাহিদা মেটাতে ৪ লক্ষ টন বা তারও বেশি পেঁয়াজের আমদানি করা দরকার। এ রাজ্যের সেই চাহিদা পূরণ করতে বাইরে থেকে পেঁয়াজ এনে যোগান দিলে ভারসাম্য বজায় থাকবে আর দামেও নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সেখানেও ফড়েরাজদের দুর্বৃত্তপনা কায়েম চলছে।

মূলতঃ এ রাজ্যে পেঁয়াজের প্রধান সরবরাহকারী হল মহারাষ্ট্রে নাসিক। তা ছাড়া কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও এ রাজ্যে পেঁয়াজের আমদানি হয়ে থাকে। কিন্তু এ বৎসর ওই সব রাজ্যে অতিবৃষ্টি ও বন্যাজনিত কারণে পেঁয়াজ উৎপাদনে বেশ মার খেয়েছে। ফলে স্বাভাবিক কারণে পেঁয়াজের যোগানে ভাটা পড়েছে। আর পেঁয়াজের দাম ও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সে কারণেই বাজারে এবার পেঁয়াজের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সে কারণেই বাজারে এবার পেঁয়াজের বাজার টালমাটাল। এই রকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে পেঁয়াজের দাম আরও বাড়বে বলে সাধারণ মানুষেরও অভিমত। তবে টাস্ক ফোর্স আগে ভাগে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলে (বাজারের ওফর কড়া নজরদারি ও বেআইনি মজুতদারি বন্ধ করা ব্যবস্থা ইত্যাদি) পেঁয়াজের দাম এতোটা চরমে উঠতে না। তবে জেলার বিভিন্ন কৃষি মান্ডি থেকে সুফল বাংলা বিপনির মাধ্যমে ৫৯ টাকা দামের পেঁয়াজ না পেয়ে হতাশ হয়ে সাধারণ মানুষ বিরক্তির শিকার হচ্ছেন। আর সরকারকে গাল পেড়ে মনের আশঅ মেটাচ্ছে।

আসল কথা, রাজ্যের যে ৪ লক্ষ টন পেঁয়াজের ঘাটতি মেটাতে জেলায় জেলায় সরকারি উদ্যোগে নবোদ্যমে নতুন নতুন পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষের জমির পরিধি বাড়াতে কৃষকদের উৎসাহিত করতে ব্যাপক প্রচারাভিযান প্রয়োজন। শুদুমাত্র জমির এলাকা বৃদ্ধি করে পেঁয়াজের উৎপাদন

বাড়ালেই হবে না। সেই উৎসাদিত পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে কৃষকদেরপেঁয়াজ চাষে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উঠে পড়ে লাগতে হবে। অর্থাৎ পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের উপযুক্ত পরিকাঠামো দরকার। কিন্তু সেই সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার একান্ত অভাব দেখা যাচ্ছে। তা পূরণে সচেষ্ট (পড়ুন যত্নবান(বলেই পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা অচিরেই সম্ভব হবে। সাধারণ মানুষকে অস্বাভাবিক পেঁয়াজের চড়া বাজার দরের সম্মুখীন হতে হবে না। আর বাইরের রাজ্যের পেঁয়াজের ওপর ভরসায় দিন গোনার অবসান ঘটবে। কিন্তু কৃষকদের অভিযোগে জানা যায়, আধিকারিকেরা পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামো অর্থাৎ গোডাউন তৈরির ব্যাপারে কৃষকদের সঙ্গে অসহযোগিতার পথে হাঁটছেন। এখানেই সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সরকারি প্রকল্প বিঘ্নিত। এর ফলে সমূহ ক্ষতি চাষের এবং চাষীরও।

হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের কৃষকেরা অভাবনীয় সাফল্যকে পাথেয় করে পেঁয়াজ চাষে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে চাষাবাদে খেত খামার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। তা থেকে কৃষকেরা নিজেদের বাঁচার সন্ধান পেয়েছেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ব্রিটেনের নির্বাচনে জিতলেন ৪ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।। ব্রিটেনের পার্লামেন্টারি নির্বাচনে লেবার পার্টির পে বিজয়ী হয়েছেন চার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী। তারা হলেন,টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক, রুশনারা আলী, রূপা হক ও আপসানা বেগম। রাজনীতির পাশাপাশি ব্যক্তিগত অর্জনেও সাফল্যম-িত তাদের ক্যারিয়ার। তবে নির্বাচনে অংশ নেওয়া বাকী ৫ ব্রিটিশ বাংলাদেশি জয়লাভ করতে পারেননি। তাদের মধ্যে ৩ জন নারী ও ২ জন পুরুষ।

বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটবোন শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক যুক্তরাজ্যের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন নির্বাচনি এলাকা থেকে লেবার পার্টির পে ২৮ হাজার ৮০ ভোট পেয়েছেন। অপরদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির জনি লাক পেয়েছেন ১৪ হাজার ১৮৮ ভোট।

২০১৭ সালের নির্বাচনে টিউলিপ দ্বিতীয়বারের মতো জয়লাভ করেছিলেন। সেবারের নির্বাচনে তিনি ৩৪ হাজার ৪৬৪ ভোট পেয়ে নিজের অবস্থান সুসংহত করেছিলেন। অন্যদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কেয়ার-লুইস পেয়েছিলেন ১৮ হাজার ৯০৪ ভোট।১৯৮২ সালে লন্ডনের মিচহ্যামে জন্ম নেওয়া টিউলিপ লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে দুটি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। একটি ইংরেজি সাহিত্য এবং অপরটি পলিটিক্স, পলিসি ও গভর্নমেন্ট বিষয়ে।তিনি রিজেন্ট পার্ক এলাকার সাবেক কাউন্সিলর ও ক্যাবিনেট সদস্য ছিলেন।২০১০ সালে টিউলিপই প্রথম বাঙালি নারী হিসেবে ক্যামডেন কাউন্সিলের সদস্য হন। তিনি ২০১৫ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি প্রথমবারের মতো পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

রুশনারা আলী প্রথম বাংলাদেশি নারী যিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন। এবারের নির্বাচনেও তিনি পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনে ৪৪ হাজার ৫২ ভোট পেয়ে টানা চারবারের মতো নির্বাচিত হলেন।২০১০ সাল থেকে বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনে টানা তিনবার লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রুশনারা আলী। ৪৪ বছরের এ রাজনীতিকের জন্ম সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার ভুরকি গ্রামে। ছোটোবেলায় মা-বাবার সঙ্গে লন্ডনে যান। ২০১০ সালের পর ২০১৫ সালের নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে নির্বাচিত হন রুশনারা আলী। ২০১৭ সালের নির্বাচনেও ভোট ব্যবধান বাড়ে।গত নির্বাচনে রুশনারা আলী একই নির্বাচনি এলাকা থেকে তিনি ৪২ হাজার ৯৬৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন।

৪৪ বছরের এ রাজনীতিকের জন্ম সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার ভুরকি গ্রামে। সর্বশেষ ২০১৫ সালের নির্বাচনের পর তিনি বাংলাদেশে আসা যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়েছিলেন।অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করা রুশনারা আলী ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয়ে দেশটির ইন্টারন্যাশনাল ডেভোলপমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশনের "ছায়া মন্ত্রী"র দায়িত্বও পালন করেছেন।

লেবার পার্টির পে টানা তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক রুপা হক। লন্ডনের ইলিং সেন্ট্রাল আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে রূপা পেয়েছেন ২৮ হাজার ১৩২ ভোট। অপরদিকে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কানজারভেটিভ পার্টির জুলিয়ান গ্যালান্টস পেয়েছেন ১৪ হাজার ৮৩২ ভোট।দেশটির সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে একই আসন থেকে অংশ নিয়ে ২২ হাজার ২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন রুশনারা আলী।রূপা হক লন্ডনের কিংস্টোন ইউনির্ভাসিটির সোশিওলজির সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কর্মকরত। তার পৈতৃক বাড়ি পাবনায়।

প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়ে পপলার অ্যান্ড লাইমহাউস আসন থেকে ৩৮ হাজার ৬৬০ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আপসানা বেগম। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির শিউন ওকে পেয়েছেন ৯ হাজার ৭৫৬ ভোট। আপসানা টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক কাউন্সিলর ও মেয়র মনির উদ্দিন আহমদের মেয়ে।

এদিকে, নির্বাচনে অংশ নেওয়া অপর ৫ ব্রিটিশ বাংলাদেশি পরাজিত হয়েছেন। তারা হলেন- লেবার পার্টির মনোনীত স্কটল্যান্ডে নর্থ এভারডিন আসনের নুরুল হক আলী, লন্ডনের বেকেনহাম আসনের মেরিনা আহমেদ ও হার্টফোর্টশায়ার সাউথওয়েস্ট আসনের আলী আখলাকুল এবং কনজারভেটিভ পার্টির মনোনীত প্রার্থী হ্যারো ওয়েস্ট আসনের ডা. আনোয়ারা আলী ও কার্ডিফ সেন্ট্রাল লিবডেম আসনের ড় বাবলিন মল্লিক।

রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততায় ভারত সফরে যাননি দুই মন্ত্রী : কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবস সামনে রেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততার কারণে ভারত সফরে যাননি বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে প্রত্যাগত প্রবাসী আওয়ামী ফোরামের প্রথম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান তিনি।

ওবায়দুল কাদের বলেন,পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর বাতিল, বয়কটের কোনো বিষয় নয়। এটা আমি যতটুকু জানি, বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস একদম আমাদের দুয়ারে সমাগত। রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততার কারণে তারা ভারত সফরে না-ও যেতে পারেন। তবে পরবর্তীতে যাবেন।তিনি বলেন, তাই বলে সফর চিরতরে বাতিল হয়নি। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে, গঠনমূলক বন্ধুত্ব রয়েছে। এটা যাতেুণ না হয়, সে ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কোনো বিষয়ে সমস্যা হলে দ্বিপাকি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব।এনআরসি (জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন) নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ভারত একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। তাদের পার্লামেন্টে যদি কোনো আইন পাস হয়, সেটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমাদের সেখানে মন্তব্য করা সমীচীন নয়। তবে যে বিষয়গুলো আমাদের অ্যাফেক্ট করে বা প্রতিক্রিয়াটা আমাদের কাছে আসে বা আমরা অ্যাফেক্টেড হই, অব্যশই আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছে, সেখান থেকে অলরেডি বক্তব্য রাখা হয়েছে। পররাষ্ট্র থেকে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে এর বাইরে আমার কোনো ভিন্ন বক্তব্য নেই।তিনি বলেন, শুধু এটুকু বলতে চাই, শেখ হাসিনার সরকারই হচ্ছে পঁচাত্তর-পরবর্তী একমাত্র সংখ্যালঘুবান্ধব সরকার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশ। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে মাঝে মাঝে হয়তো একটা-দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে...এতো মানুষ, এখানে দুর্বৃত্ত আছে। দুর্বৃত্তায়নের চক্র আমরা ভেঙে দিতে চাই।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন,সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এলে কোনো দলীয় পরিচয়ে হয় না। দুর্বৃত্তদের কোনো দল নেই। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বলতে যেটা বোঝায়, সেটির দগদগে চিত্র দেখা যাবে বিএনপি মতায় আসার পর সংখ্যালঘুদের ওপর যে বর্বরতা হয়েছে তার সঙ্গে। সেটি কেবল একাত্তরের বর্বতার সঙ্গে তুলনা করা চলে।বিএনপি-জামায়াতকে ইঙ্গিত করে ওবায়দুল কাদের বলেন,দেশে আজ আমাদের বিরোধীরা চুপচাপ বসে নেই। তারা সরকারকে হটানোর জন্য নানামুখী তৎপরতা করছে। চক্রান্তের পথ বেছে নিয়েছে।এসময় আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত মোকাবিলার জন্য নেতাকর্মীদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি রাখার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।

দলের ২১তম জাতীয় সম্মেলনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন,এরই মধ্যে ২৯টি জেলার সম্মেলনের কাজ শেষ করেছি। এত অল্প সময়ে এটা অবিশ্বাস্য, এরপরও করেছি। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমরা মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিগুলো নতুন করে দিয়েছি। সম্মেলনের ভালো প্রস্তুতি রয়েছে। ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা, জাগরণ তৈরি হয়েছে।আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে সরকারের এই মন্ত্রী বলেন,গত কয়েকবছরে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে। সারাবিশ্বে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। আমাদের প্রবৃদ্ধি...আইএমএফের (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) রিপোর্ট অনুযায়ী এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের। মাথাপিছু আয়, রফতানি, আমদানি-সবকিছুর সূচকে আমরা এই দণি এশিয়ায় অনেককেই পেছনে ফেলে, বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে, আর্থ-সামাজিক প্রত্যেকটি সূচকে উন্নয়নে এগিয়ে আছি। যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি ও শেখ রেহানার কন্যা টিউলিপ সিদ্দিক হ্যাট্রিক বিজয় অর্জন করায় শুভেচ্ছা জানান ওবায়দুল কাদের। একই সঙ্গে, রুশনারা আলী, রুপা হক, আফসানা বাঙালি হিসেবে বিট্রিশ পার্লামেন্টে লেবার পার্টির হয়ে নির্বাচিত হওয়ায় তাদেরও অভিনন্দন জানান তিনি।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মো. আবুল কাশেম।

মেঘালয়ে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।। সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার তামাবিল সীমান্তের ওপারে ভারতের ডাউকি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশিদের ভারতে ঢুকতে দিচ্ছে না দেশিটির ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা।কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়া আচমকা এই বাধায় বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশি পর্যটকেরা ভারতের নাগরিকত্ব বিল নিয়ে উত্তেজনার পর মেঘালয় রাজ্যে কারফিউ জারির কারণে বাংলাদেশিদের সে দেশে প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে।এদিকে কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়া আচমকা এই বাধায় বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশি পর্যটকেরা। আগে থেকে না জানায় শুক্রবার সকাল থেকে অনেক পর্যটক তামাবিলে জড়ো হন।বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও ভারতীয় ইমিগ্রেশন আটকে দেয়। ফলে ভারতের ডাউকি থেকে ফিরে আসতে হয় তাদের।

সিলেটের তামাবিল দিয়ে ডাউকি হয়ে সাধারণত ভারতের মেঘালয় রাজ্যে বেড়াতে যান বাংলাদেশিরা। শুক্রবার ছুটির দিন হওয়ায় পর্যটকদের ভিড় ছিল তুলনামূলক বেশি। তবে বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে কারফিউ জারি করা হয়।সিলেটের তামাবিল কাস্টমসের উপ-পুলিশ পরিদর্শক রমজান মিয়া বলেন,সকাল ১১টা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আমরা শতাধিক যাত্রীকে ভারতে যেতে দেই। তবে কিচ্ছুণ পরই তারা ভারতের কাস্টমস থেকে ফিরে আসেন। তাদেরকে যেতে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তারা।এর কিচ্ছুণ পর ভারতীয় কাস্টমসের একজন কর্মকর্তা এসে মেঘালয়ের অস্থিরতার কারণে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না বলে জানান এবং আজকে আর যাত্রী না ছাড়তে আমাদের অনুরোধ করেন,বলেন তিনি।

শিলংয়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্য শুক্রবার সকালেই স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তামাবিলে হাজির হন কুমিল্লার সাদ উদ্দিন।তিনি বলেন,ডাউকিতে অনেকণ বসিয়ে রাখার পর ভারতীয় কাস্টমস কর্মকর্তারা আমাদের দেশে ফিরিয়ে দেন। এ ব্যাপারে তারা আগে থেকে কিছু জানায়নি। ফলে আমাদের মতো অনেকেই ভোগান্তিতে পড়েছেন।ভারতের ডাউকি কাস্টমস অফিসের কাস্টমস কর্মকর্তা ডেকলিন রেনজা বলেন, কারফিউ এর কারণে শিলংয়ে হোটেল-দোকানপাট সব বন্ধ আছে। পর্যটকদের দুর্ভোগ আর নিরাপত্তার কথা ভেবেই তাদের যেতে দিচ্ছি না। পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার বাংলাদেশি পর্যটকরা যেতে পরবেন।

সিলেট জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (ডিএসবি) বলেন, নিরাপত্তাজনিত কারণে তামাবিল দিয়ে ইমিগ্রেশন বন্ধ রয়েছে। তবে, জকিগঞ্জ ও শেওলা সীমান্ত দিয়ে ইমিগ্রেশন চালু আছে। বিভো শিথিল হলে ইমিগ্রেশন চালু হতে পারে।

ছয়ের পাতায়

তারেক মা না চাইলে বিএনপি মতা পাবে না: কাদের সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান হাওয়া ভবনের জন্য মা না চাওয়া পর্যন্ত দলটি মতায় যেতে পারবে না।

বৃহস্পতিবার গাইবান্ধায় এক দলীয় সভায় একথা বলেন কাদের সিদ্দিকী, যিনি গত নির্বাচনেও বিএনপিকে নিয়ে গঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে সক্রিয় ছিলেন।কাদের সিদ্দিকী বলেন, বিএনপির নেতা যতদিন তারেক জিয়া আছেন এবং যতদিন তারেক হাওয়া ভবনের জন্য মানুষের কাছে দুই হাত তুলে মা না চাইবেন ততদিন বাংলাদেশের শাসন মতায় বিএনপি যেতে পারবে না।দুই দিন হয় তারা মতায় নাই। তাই তারা মনে করছেন বাদশাহ থেকে ফকির হয়ে গেছেন, কিন্তু তারেক জিয়া সংশোধন না হলে এই বাংলাদেশে ধানের শীষ দ্বিতীয় বার জয়ী হবে না।তবে ইলেকশন হলে নৌকা মার্কারও জয়ের সম্ভাবনা কেয়ামত পর্যন্ত নাই,বলে মন্তব্য করেন ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের পর দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়া এই মুক্তিযোদ্ধা।

এক দশকের বেশি সময় ধরে লন্ডনে বসবাসকারী তারেক রহমান এখন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, সেখান থেকেই স্কাইপেতে দলীয় সভায় যোগ দেন তিনি।এক দশকের বেশি সময় ধরে লন্ডনে বসবাসকারী তারেক রহমান এখন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, সেখান থেকেই স্কাইপেতে দলীয় সভায় যোগ দেন তিনি।২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে প্রভাবশালী ছিলেন তার বড় ছেলে তারেক। খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয় হাওয়া ভবনে বসে তিনি 'সব নিয়ন্ত্রণ করতেন' বলে অভিযোগ রয়েছে।কাদের সিদ্দিকী বলেন,দেশ স্বাধীনের ৪৮ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান অঙ্গীকার প্রকৃত গণতন্ত্র, শোষণহীন, দুর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত এক অসাম্প্রদায়িক সমাজ আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভোটের আগের রাতে 'ভোট চুরির ব্যবস্থা করে কেয়ামত পর্যন্ত নৌকার জয়ের সম্ভাবনা নিজেই নষ্ট করে দিয়েছেন' বলে মন্তব্য করেন তিনি।এক সময়ের আওয়ামী লীগ নেতা কাদের সিদ্দিকী আলাদা দল গঠনের পর গত এক দশকে বিএনপির জোটে না ভিড়লেও কাছাকাছিই ছিলেন।গত ডিসেম্বরে নির্বাচনের আগে বিএনপিকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগের এক সময়কার আরেক নেতা কামাল হোসেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করার পর ওই জোটে যোগ দেন তিনি।খেলাপি ঋণের কারণে ওই নির্বাচনে কাদের সিদ্দিকী অংশ নিতে না পারলেও টাঙ্গাইলে তার আসনে প্রার্থী করেন মেয়ে কুঁড়ি সিদ্দিকীকে।

ওই নির্বাচনে ভোট ডাকাতির অভিযোগ তুলে ফল প্রত্যাখ্যানের পর বিএনপি ও গণফোরামের সংসদে যোগদানে ুব্ধ ছিলেন কাদের সিদ্দিকী।

গত জুলাইয়ে ঐক্যফ্রন্ট ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি।এদিন গাইবান্ধা পৌর শহীদ মিনার চত্বরে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের জেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে নিয়ে এভাবে সমালোচনার তীর ছুড়লেন তিনি। গাইবান্ধা জেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের আহ্বায়ক মোস্তফা মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান তালুকদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল সিদ্দিকী, কেন্দ্রীয় নেতা মঞ্জুরুল আলম প্রমুখ।পরে মোস্তফা মনিরুজ্জামানকে সভাপতি ও আবু বক্কর সিদ্দিককে সাধারণ সম্পাদক করে ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট গাইবান্ধা এ দলের জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বিশ্বের ২৯তম ক্ষমতাধর নারী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।। যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ফোর্বস প্রকাশিত ২০১৯ সালে বিশ্বের মতাধর ১০০ নারীর তালিকায় ২৯তম অবস্থানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার বিশ্বের ১০০ মতাধর নারীর তালিকা প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ফোর্বস এ বছর প্রকাশিত তালিকায় ৩ ধাপ অবনমন হয়েছে প্রধান শেখ হাসিনার। গত বছর এই তালিকায় ২৬তম অবস্থানে ছিলেন তিনি।ফোর্বস-এর এবারের তালিকায়ও শীর্ষে রয়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল। গত ৯ বছর ধরে এই তালিকায় শীর্ষ মতাধর নারীর অবস্থানটি ধরে রেখেছেন তিনি।এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্দে, তৃতীয় অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি, চতুর্থ অবস্থানে ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরুসেলা ভন ডার লেয়েন ও পঞ্চম অবস্থানে জেনারেল মোটরস-এর প্রধান নির্বাহী ম্যারি বারা রয়েছেন।এবারের তালিকায় প্রথম পাঁচজনের মধ্যে স্থান করতে পারেননি বিল গেটসের স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস। এবারের তালিকার ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছেন তিনি।

বোনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফিরেছে ১৯ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।। ভাল কাজের প্রলোভনে পড়ে পাচার হওয়া ১৯ যুবক ভারতে ছয়মাস কারাভোগের পর বোনাপোল সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তাদের হস্তান্তর করা হয়েছে বলে ইমিগ্রেশন পুলিশের ওসি মহসিন খান জানান। ফেরত আসা যুবকদের বয়স ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

ওসি বলেন, ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দালালরা তাদের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অবৈধপথে দুই বছর আগে ভারতে নিয়ে যায়।তারা তামিলনাড়ু প্রদেশের ক্রিকুট শহরের এক পোশাক কারখানায় চাকরি করতো। ছয়মাস আগে সেখানে কাজ করার সময় অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে পুলিশ তাদের আটকের পর ছয়মাসের কারাদ- দিয়ে কারাগারে পাঠায়। পরে দুই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রালয়ের যোগাযোগের ফলে এরা দেশে ফিরেছে।

শুক্রবার নয়াদিল্লি বিএসএফ এর সদর কার্যালয়ে বিএসএফ'র উচ্চ আধিকারীদের সাথে অমিত শাহ মিলিত হন। ছবি- পিআইবি।

খালেদার জামিন নাকচে আমরা হতাশ ক্ষুব্ধ: ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।। সর্বোচ্চ আদালতেও খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন নাকচ হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বৃহস্পতিবার জিয়া দাতব্য ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দ-িত খালেদার জামিন নাকচ করার পর রাতে দলের স্থায়ী কমিটি বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ফখরুল।

তিনি বলেন,সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে জাতি স্তম্ভিত হয়েছে। যে রায় হয়েছে সেই রায়ে আমরা হতাশ ও ুব্ধ। জাতি পুরোপুরিভাবে স্তম্ভিত শুধু নয়, ুব্ধ।মির্জা ফখরুল বলেন,যে প্রত্যাশা মানুষের মধ্যে ছিল যে অন্তত সর্বোচ্চ বিচারালয়, যা আমাদের শেষ আশা-ভরসার স্থল, যেখান থেকে প্রিয় নেতা ন্যায় বিচার পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি সেই ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় মোট ১৭ বছরের দ- মাথায় নিয়ে দেড় বছর ধরে কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এর আগে বিভিন্ন মামলায় জামিন হওয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীরা তাকিয়ে ছিলেন জিয়া দাতব্য ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় তার জামিন শুনানির দিকে। এ মামলায় জামিন হলেই তার মুক্তির পথ খুলবে বলে তারা আশা করছিলেন। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতেও জামিন না মেলায় আপাতত তার মুক্তি মিলছে না।

খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে আগামী রোববার সারা দেশে বিোভের কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব।তিনি বলেন,আমরা স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, রোববার দিন সারা দেশে বিোভে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে।ঢাকা মহানগরে প্রতি থানায় থানায় বেলা ২টার পর থেকে বিোভে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই বৈঠকে লন্ডন থেকে স্কাইপেতে যোগ দেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার সভাপতিত্বে বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু উপস্থিত ছিলেন।

অভিযুক্ত তৃণমূল, পুলিশি সাহায্য না পেয়ে হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে আদালতে দ্বারস্থ আদিবাসী গৃহবধূ

সিউড়ি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : যৌন হেনস্থার স্বীকার হয়েও মেলে নি পুলিশি সাহায্য। থানায় অভিযোগ করলেও অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী হওয়ায় পুলিশ পাশ কাটিয়েছে। অগত্যা আক্রান্ত সেই আদিবাসী গৃহবধূ দ্বারস্থ হয়েছেন আদালতের। শুক্রবার আদালতে হাজির হলেও সময়ে না আসার কারনে সেই আর্জি গৃহিত হয় নি এদিন। আদালতে বিচার পাওয়ার জন্য ফের আবেদন জানাবেন বলে জানিয়েছেন ওই গৃহবধূ।

ঘটনার সূত্রপাত গত ৯ ডিসেম্বরের। বীরভূমের রাজনগর থানার গাংমুড়ি-জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বছরের সাতাশের গৃহবধূর সাথে ওই এলাকারই বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী শিশুপদ মুর্মূর বিবাদ বাঁধে ছাগল বাঁধাকে কেন্দ্র করে। আদিবাসী গৃহবধূর অভিযোগ, সেই সময় শিশুপদ মুর্মূ বেধড়ক মারধর ছাড়াও যৌন হেনস্থা করে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে। আক্রান্ত গৃহবধূকে উদ্ধার করে ভর্তি করে হাসপাতালে। এদিকে ঘটনার খবর চাউর হতেই জনরোষ ছড়ায় এলাকায়। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী চড়াও হয় অভিযুক্ত ওই তৃণমূল কর্মী কে মারধোর করে। তাই অভিযুক্তও এখন চিকিৎসাধীন সিউড়ি হাসপাতালে।

অভিযোগ, ওই গৃহবধূ কে হেনস্থার কথা জানিয়ে থানায় অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। ফলে শেষমেষ বাধ্য হয়েই সুবিচার পেতে আদালতে আসার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার।এদিন আক্রান্ত গৃহবধূর সাথে আসা গ্রামের মানুষজনও ক্ষোভ প্রকাশ করেন পুলিশের ভূমিকায়। তারা জানান, "রাজনগর থানার পুলিশ নেতাদের সুপারিশ ছাড়া অভিযোগ নেন না। বিশেষ করে শাসক দলের নেতাদের ইঙ্গিতেই চলেন তারা। তাই বিচার চেয়ে মেয়ে টা নিয়ে সিউড়ি তে আদালতে আসতে হয়েছে।"

শুক্রবার সিউড়ি এসে আক্রান্ত মহিলা জানান, "আমার উপর অত্যাচারের কথা বলে পুলিসে অভিযোগ করতে গেলে পুলিশে অভিযোগ নিতে চায় না। পুলিশ বলে তাদের কথামতই অভিযোগ লিখতে বলে। কিন্তু আমি রাজি হয় নি।"

যদিও রাজনগর থানার পুলিশের তরফে জানা গেছে, ঘটনার পরই মামলা করা হয়েছে। তবে এটা নিছকই এক পারিবারিক বিবাদ। অভিযুক্ত এখনও হাসপাতালে ভর্তি।

এদিন আক্রান্ত মহিলার পক্ষে দাঁড়িয়ে আদিবাসী গাঁওতার নেতা সুনীল সরেন বলেন, "পুলিশ যাই যুক্তি দিক ঘটনা টা তো ঘটেছে। তাহলে পুলিশ কেন ব্যবস্থা নেবে না ? কেন অভিযোগ শুনে তদন্ত শুরু হবে না। কেন গরিব মানুষকে এভাবে হয়রান হতে হবে। পুলিশের উচিত ছিল ঘটনার তদন্তে করে ব্যবস্থা নেওয়া।"

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

ভালোবাসার বার্তা পাঠাতে এই ভুলটি করেছেন তো মরেছেন

হাতে মোবাইল থাকলেই হয় হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারে গল্প, নয়তো টেক্সট। আর এই ভাবেই প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে। সদ্য শুরু করা প্রেম হোক বা কয়েক বছরের স্থায়ী সম্পর্ক, প্রেমের মেসেজেও মাথায় রাখতে হয় বেশ কিছু বিষয়।অনেকেই ভাবেন, ভালোবাসার মানুষকে যা-ই লিখি, তাতে ভুল হলে খেয়াল করবে না। বিষয়টা কিন্তু তেমন নয়। ভালবাসার মানুষটির মন-মেজাজ, ব্যস্ততা এই সব কিছুই খুব সাধারণ ও স্বাভাবিক বিষয়। প্রেমে পড়েছেন বলেই, সেই মানুষটির সব ভুলত্রুটি সব সময়ে মেনে নেবেন, তা নয়।মেসেজে মানুষের মুখ দেখা যায় না, বোঝা যায় না কথাটি বলার সময় তার অভিব্যক্তি। রসিকতার টেক্সটও ভুল বার্তা বহন করতে পারে। দরকারে মজার ইমোজি ব্যবহার করুন।প্রেম নতুন হোক বা পুরনো, অন্য মানুষটার ব্যস্ততার কথা মাথায় রেখেই টেক্স করুন। অফিসের সময় বা কোন ক্লাসে থাকার সময় বার বার টেক্সট করা উচিত নয়।নতুন প্রেম শুরু করলে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা, শারীরিক সম্পর্ক ঘেঁষা কথা এ ক্ষেত্রে না বলাই ভাল। ভুল বানান বা ভুল বাক্যগঠনের দিকে নজর দিন।আপনি যত গুরুত্বপূর্ণই হোন না কেন, ভুল বানান ও বাক্য পড়তে খুব একটা ভাল লাগে না। ভুল ইমোজি ব্যবহার করার দিকেও সচেতন হোন।সঙ্গীর অপ্রিয় প্রসঙ্গ বা দ্বিধা রয়েছে এমন বিষয় নিয়ে টেক্সটে কথা বলবেন না। এগুলো মুখোমুখি দেখা হলে বলবেন।

পছন্দ নতুন কেউ, টেলি অভিনেত্রী ক্রিস্টিলকে বেছে নিলেন ইমরান হাসমি

নিজস্ব প্রতিবেদন : অমিতাভ বচ্চন এবং ইমরান হাসমির পরবর্তী সিনেমা চেহরে-র জন্য বেছে নেওয়া হল ক্রিস্টিল ডিসুজাকে। অর্থাত মেগাস্টারের সঙ্গেই বি টাউনে পা রাখছেন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী।সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ইমরান হাসমির সঙ্গে ছবি শেয়ার করেন ক্রিস্টিল। সেখানেই তিনি জানান, কোনও প্রজেক্টে প্রথম পা রাখার অনুভূতি একেবারে অন্যরকম। চেহরের জন্য নতুন নায়িকা মনোনীত হওয়ার পর সেই ছবি সেয়ার করেন ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শও।পরিচালাক রুমি জাফরির সিনেমা চেহরের জন্য প্রথমে বেছে নেওয়া হয় কৃতি খারবান্দাকে। অমিতাভ বচ্চন এবং ইমরান হাসমির এই সিনেমা অন্যতম বড় প্রজেক্ট ছিল কৃতি খারবান্দার জন্য। কিন্তু আচমকাই কৃতিকে ওই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়।জানা যায়, অত্যধিক নাক উঁচু মনোভাবের জন্যই কৃতি খারবান্দাকে ওই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃতির ম্যানেজারও কোনওভাবেই পরিচালককে সাহায্য করচিলেন না অভিনেত্রীর শ্যুটিং ডেট নির্দিষ্ট করার জন্য। সবকিছু মিলিয়ে এই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয় কৃতি খারবান্দাকে।যদিও টিম চেহরের তরফে যে দাবিই করা হোক না কেন, কৃতি খারবান্দার গলায় শোনা যায় অন্য সুর। তিনি দাবি করেন, চেহরে-তে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য এবং চুম্বন দৃশ্যে অভিনয়ের কথা জানান পরিচালক রুমি জাফরি। সেই করাণেই ওই সিনেমা থেকে সরে যান তিনি। এমনকী, চেহরের জন ২-৩ দিন শুটিং করার পরও ওই প্রজেক্ট থেকে তিনি সরে যেতে বাধ্য হন বলে জানান কৃতি খারবান্দা।অন্যদিকে সম্প্রতি পুলকিত সম্রাটের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নেন কৃতি। তিনি জানান, বর্তমানে পুলকিত সম্রাটের জন ডেট করছেন তিনি। কিন্তু বাবা-মা জানানোর আগে অন্য কাউকে এই খবর জানাতে চাইছিলেন না। সেই কারণেই পুলকিতের সঙ্গে সম্পর্কের কথা এতদিন তিনি চেপে রেখেছিলেন গোটা দুনিয়ার কাছ থেকে।

বনির চোখে জল, জড়িয়ে ধরলেন দীপিকা

কেটে গিয়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর। আর কয়েকমাস পরেই মৃত্যুর দুই বছর পূর্ণ হবে বলিউডের এভারগ্রীণ অভিনেত্রী শ্রীদেবী। আজও তাকে ভুলতে পারেননি দর্শককূল। পর্দায় তার ছবি দেখলে আজও চোখের কোণটা ভিজে যায় অনেকেরই। তার স্মৃতি আজও অমলিন হয়ে আছে বনির মনে। সম্প্রতি শ্রীদেবীর জীবনী নিয়ে বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন বনি কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোন। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে হঠাতই কেঁদে ফেলেন বনি কাপুর। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা এখন মুছে ফেলতে পারেননি তা কিন্তু বেশ পরিষ্কার।সম্প্রতি অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বনিকে এমন পরিস্থিতিতে দেখে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন দীপিকা। দীপিকা এও জানিয়েছেন, আজও শ্রীদেবীকে মনে পড়ে তার। এমনকী তার কাজের পিছনেও কাপুরদের অবদানও রয়েছে যথেষ্ঠ। এখনও পর্যন্ত তার কোনও ছবি মুক্তি পেলে কাপুর পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা আসে। আর দীপিকার এই কথা শুনেই আবেগে কেঁদে ফেলেন বনি কাপুর।শ্রীদেবীর জীবনী নিয়ে বইটি লিখেছেন সত্যার্থ নায়ক। এবং এর মুখবন্ধ লিখেছেন কাজল। শ্রীদেবীর সুপারস্টারডম দেখেই তিনি বড় হয়েছেন এবং শ্রীদেবী ম্যাজিকে আজও মোহিত তিনি। আজও আইকন হিসেবে শ্রীদেবীকে মনে রেখেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই শ্রীদেবীর বায়োপিক নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এও শোনা গিয়েছিল ছবিতে শ্রীদেবীর ভূমিকায় দীপিকা পাড়ুকোনকে দেখা যাবে।

বড় পরিচালকরা আমায় নেননা", ইন্ডাস্ট্রির ঠাণ্ডা লড়াইয়ে কাকে তোপ দাগলেন অক্ষয়

অক্ষয় কুমার এই মুহূর্তে বলিউডের অন্যতম "হিট ম্যান"। এক অর্থে "খান"-সেনাকে ছাপিয়ে এখন বলিউডের সুপারস্টার "খিলাড়ি" তিনিই। এই অক্ষয়ই এবার দিতে চলেছেন "গুড নিউজ" ! শুনে অবাক হলেন? তাহলে জানিয়ে রাখা ভালো অক্ষয় কুমারের আগামী ছবির নাম "গুড নিউজ"। আর ছবি ঘিরে কিছু প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় অক্ষয় জানিয়েছেন একাধিক প্রশ্নের উত্তর।অক্ষয় জানিয়ে দিলেন মনের কথানবাগত পরিচালক রাজ মেহতার ছবি "গুড নিউজ" এর শ্যুটিং নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, একাধিক বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন অক্ষয়। তিনি বলেন ," আমি নতুন পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করি,

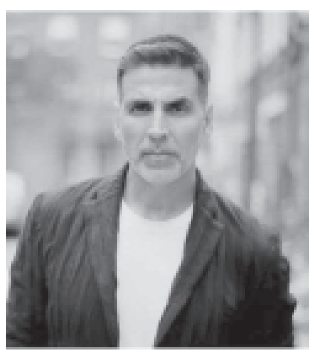

কারণ বড় পরিচালকরা আমায় ছবিতে নেননা। "করণকে তোপ অক্ষয়ের !প্রসঙ্গত,করণ জোহর কয়েকদিন আগে এক অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছিলেন যে, অক্ষয় এমন একজন অভিনেতা যিনি নিজে কখনওই বড় প্রযোজকদের সঙ্গে কাজ করেননি। আর করণের এই মন্তব্যে রই জবাব দেন অক্ষয়।অক্ষয় কুমার কী বলেছেন ?কার্যত নাম না করে অক্ষয় কুমার জানান, " যখন বড় ব্যক্তিত্ব আপনাকে ফিল্মে নেননা, তখন নিজেকে নিজের নতুন সফর খুঁজে নিতে হয়। যখন বড় পাবলিকেশনে চাকরি জোটেনা , তখন ছোটতেই কাজ করতে হয়। আর সেখান থেকেই লাফ দিতে হয়।... "অক্ষয়ের অনুপ্রেরণার বার্তাএরপরই অক্ষয় বলেন, বড় কোনও জায়গায় সুযোগ না পেলে কখনওই " বাড়িতে বসে থাকতে নেই। আর ভাবতে নেই যে কেন মানুষ। আমাকে কাজে নিচ্ছেন না, যখন আমি নিজে এতটা যোগ্য।""খান" দের উল্লেখ করে তোপঅক্ষয় বলেন, যাঁরা বড় পরিচালক তাঁরা যোগ্যদেরই কাজের সুযোগ দিয়েছেন। অরপরই তিনি বলেন, "তবে খান-রাই একমাত্র ইন্ডাস্ট্রিতে নেই "। অক্ষয়ের বক্তব্য এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাপুররাও আছেন। তিনি বলেন, "এরপরই আমির নিজের রাস্তা নিজে তৈরি করি। "

খলনায়ক হয়ে বহুদিন পর বড় পর্দায় ফিরছেন সৌমিত্র

ডিটেক্টিভ থ্রিলার চলচ্চিত্র এখন টালিগঞ্জের চলে পরিণত হয়েছে। পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্ত সম্প্রতি তাঁর আসন্ন "শান্তিলাল ও প্রজাপতি রহস্য" ফিল্মে গোয়েন্দা শান্তিলাল চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করেছেন। পরিচালক মৈনাক ভৌমিক "গোয়েন্দা জুনিয়র" ফিল্মের জন্য তরুণ অভিনেতা ঋতব্রত মুখার্জিকে কাস্ট করেছেন।সর্বশেষ, রাহুল এবং তুহিন সিনহা তাদের নির্মিতব্য "এবার শল্যজিত" ফিল্মে একেবারে আনকোরা এক গোয়েন্দাকে আনছেন। এই ফিল্মটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল একসময়ের ফেলুদা অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জি এতে খল ভূমিকায় অভিনয় করবেন। সৌমিত্র যে এই প্রথম ভিলেন হচ্ছেন, তা কিন্তু নয়। তিনি এর আগে "প্রতিশোধ", "কাকাবাবু হেরে গেলেন" এবং "আগুন" ফিল্ম গুলোতে মন্দ মানুষের ভূমিকা করেছেন। এই থ্রিলার ফিল্মটি হবে ফেলুদা, ব্যোমকেশ এবং কাকাবাবু নিয়ে নির্মিত ফিল্মের মত। সকালে ব্যায়াম করতে গিয়ে সৌম্য ও শল্যজিতের পরিচয় হয়। সৌম্য"র রহস্যজনক মৃত্যু হলে শল্যজিত গোয়েন্দা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সৌমিত্র ছাড়াও ফিল্মটিতে মাধবী মুখার্জি, সুব্রত ব্যানার্জি, সঞ্জয় সিনহা এবং অন্যরা অভিনয় করবেন। চলচ্চিত্রটির চিত্রায়ন হবে সিকিম এবং কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে।

সামনে এল সঞ্জয় দত্তের ৩০৯ নম্বর গার্লফ্রেন্ডের নাম !

মুম্বই: সঞ্জয় দত্তের বায়োপিক "সঞ্জু"তে রণবীর কাপুর জানিয়েছিলেন, সঞ্জয় দত্তের রয়েছে ৩০৮ টা গার্লফ্রেন্ড ! সিনেমায় ব্যবহার হওয়া এই সংলাপ নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন উঠেছিল বি-টাউনে। তবে এবার আর সিনেমার সংলাপ নয়, বরং খোদ সঞ্জয় দত্তই জানিয়ে দিলেন তাঁর কতগুলো গার্লফ্রেন্ড রয়েছে বা ছিল ! সঙ্গে জানিয়ে দিলেন তাঁর নতুন বান্ধবীর নামও।গপ্পোটা হল, সঞ্জয় দত্ত তাঁর নতুন ছবি "পানিপথ"-এর প্রোমোশনে পৌঁছেছিল কপিল শর্মার শো-তে। আর সেখানেই নিজের প্রেম, বান্ধবী নিয়ে খুল্লামখুল্লা কথা বললেন সঞ্জুবাবা।কপিল শর্মার শোতে, কপিল সঞ্জয় দত্তকে প্রশ্ন করেন, আপনার নাকি ৩০৮ টা মোট গার্লফ্রেন্ড ! কপিলের মুখে এই কথা শুনে হেসেই গড়িয়ে পড়েছিলেন সঞ্জয়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সঞ্জয় স্পষ্ট জানালেন, "একদম ঠিক। তবে অঙ্কটা একটু বেড়েছে। অর্থাত আমার এখন গার্লফ্রেন্ডের সংখ্যা ৩০৮ নয়, ৩০৯ !"শুধু এখানেই থেমে থাকেননি সঞ্জয়। উল্টে জানিয়ে দিলেন, তাঁর নতুন গার্লফ্রেন্ড আর কেউ নন, তিনি হলেন কৃতি শ্যানন !

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট । এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।

তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেট যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না। সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।

পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?

চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আরেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট। শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলার জামাই অজয় কেন কলকাতার মিষ্টিকে "দোষী" ঠাওরালেন ! কী ঘটেছে তাঁর শ্যুটিং চলাকালীন

গত কয়েকদিন ধরে "ময়দান" ছবির শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন অজয় দেবগন। ছবির শ্যুটিং এর বেশিরভাগটাই চলে চন্দননগরে। আর সেই ১৩ দিনের শ্যুটিং-এ বাংলার জামাই তথা কাজলের স্বামী অজয় প্রচুর মিষ্টি খেয়েছিলেন বলে খোদ জানান বলিউডের "অ্যাংরি ইয়াংম্যান"।অজয় দেবগন কলকাতায় তাঁর আসন্ন ছবি "তানহাজি"র প্রচারে আসেন। এই ছবি বলিউডের কেরিয়ারে অজয়ের ১০০ তম ফিল্ম। আর সেই ছবিতে অজয়ের সঙ্গে থাকছেন স্ত্রী কাজলও। তবে সেই প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে , কলকাতায় পৌঁছে অজয় জানান, গত কয়েকদিনে অজয় কলকাতায় শ্যুটিং করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার মিষ্টি খেয়ে ফেলেছেন বাংলার! সেই প্রসঙ্গ তুলে অজয় জানান, তাঁর ওজন গত কয়েকদিনে ৪ কিলো বেড়েছে আর তার জন্য " দোষী" বাংলার মিষ্টি।কলকাতায় পা রেখেই অজয় ছবির প্রচার অনুষ্ঠানে খানিকটা নস্টালজিক হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, এই শহরেই তিনি মনিরত্নমের ছবি "যুবা" ছবির শ্যুটিং করেন। আর তার আগে , ঋতুপর্ণ ঘোষের "রেনকোট" ছবিরও শ্যুটিং করেছেন। প্রসঙ্গত, কলকাতায় এসে অজয় কথা দেখা করেন প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।একাধিক সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত অজয় দেবগণ। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "ময়দান" সিনেমাটি। ফুটবলের উপর এই প্রথম অজয় সিনেমা বানাতে চলেছেন। যেটি পরিচালনা করছেন জাতীয় পুরস্কার জয়ী পরিচালক কেথি সুরেশ। কিন্তু অজয় এই সিনেমার মুক্তির তারিখ কিংবা বড়পর্দায় আসার দিনক্ষণ কিছুই জানাননি। গতকাল বলিউডের ট্রেড অ্যানালিসিস্ট তরুণ আদর্শ জানান, আগামী ২০২০ সালের ২৭ নভেম্বর মুক্তি পাবে "ময়দান"অজয় ইতিমধ্যেই এই সিনেমার মুম্বইয়ের অংশের শ্যুটিং শেষ করে ফেলেছেন এবার কলকাতায় এসে সেই সিনেমার দ্বিতীয় পর্বের শ্যুটিং করবেন বলে ঠিক করছেন। মূলত ১৯৫২-১৯৬২-তে ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগকেই তুলে ধরা হবে "ময়দান" সিনেমাতে। মুখ্য চরিত্রে অজয় অভিনয় করলেও এই সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা যাবে টলিপাড়ার অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষকে। ইতিমধ্যেই এই সিনেমার পোস্টারও বেড়িয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে।অজয় আপাতত ব্যস্ত তাঁর ১০০ তম সিনেমা "তানহাজি" নিয়ে যেখানে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে সইফ আলি খানকে, অপরদিকে "ভুজ: দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া"

স্টাইলিশ-অ্যাকশন ছবিতে সই করলেন শাহরুখ, অভিনেতাকে খোঁচা নেটিজেনের

বড়পর্দায় কার্যত কামব্যাক হতে চলেছে শাহরুখ খানের। সেই গত বছর "জিরো" ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তারপর থেকে কোনও ছবি নেই তাঁর হাতে। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল অনুরাগ কাশ্যপ ও আনন্দ রাইয়ের ছবিতে নাকি তাঁকে দেখা যাবে। কিন্তু তা নিয়ে অভিনেতা বা নির্মাতা, কারওর তরফ থেকেই কোনও খবর প্রকাশ্যে আসেনি। আবারও সেই কথাই ছড়াচ্ছে বলিউডে। এবার শোনা যাচ্ছে, শাহরুখ একটি স্টাইলিশ অ্যাকশন ছবিতে সই করেছেন। এমন সুখবরের পর অনুরাগীমহলে খুশির হাওয়া। কিন্তু নিন্দুকরা খোঁচা দিতে ছাড়েননি। একজন তো বলেছেন, "যাক! এতদিনে শান্তিতে ঘুমনো যাবে।"ছবিটি পরিচালনা করবেন রাজ নিদিমোরু ও কৃষ্ণ ডিকে। দেশ ও দেশের বাইরে ছবির শুটিং হবে ছবির। ছবিটি একটি স্টাইলিশ অ্যাকশন ফিল্ম। পরের বছর ছবির কাজ শুরু হবে। ছবির জন্য আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকশন টিম আনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই শুটিংয়ের লোকেশন ঠিক হয়ে যাবে। ছবিতে একজন প্রথম সারির অভিনেত্রীও কাজ করছেন। যদিও তাঁর নাম এখনও জানা যায়নি। বহুদিন পর পর্দায় আবার দেখা যাবে শাহরুখকে। এই নিয়ে আনন্দিত অনুরাগীরা। তাঁরা বলছেন, " তবে নিন্দুকরা কিন্তু ছেড়ে দিতে নারাজ। নেটদুনিয়ায় একের পর এক মন্তব্য করছেন তাঁরা। কেউ কেউ তো এমনও বলছেন, "যাক! এতদিনে শান্তিতে ঘুমনো যাবে।""জিরো"র পর থেকে আর শাহরুখ খানকে একসঙ্গে দেখা যায়নি। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ছবিটি মুক্তি পায়। তারপর থেকে একাধিক ছবি নিয়ে কথা বলেও শেষ পর্যন্ত শিকে ছেঁড়েনি শাহরুখের। রাকেশ শর্মার বায়োপিকে অভিনয় করার কথা ছিল বাদশার। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়। তারপর রাজকুমার হিরানির একটি ছবিতেও শাহরুখ থাকবেন বলে শোনা গিয়েছিল। তাও এখন বিশ বাঁও জলে। ব্যাপার বুঝে কার্যত ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েন কিং খান। বলেন, একথা সত্যি যে তাঁর হাতে এখন কোনও ছবি নেই। সাধারণত একটি ছবি যখন শেষের দিকে চলে আসে তখন অন্য প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তিনি নিজে একটি ছবি শেষ হওয়ার তিন-চার মাসের মধ্যে অন্য ছবির কাজ শুরু করে দিতেন এতদিন। কিন্তু এখন আর সেটা হচ্ছে না। কারণ, মন সায় দিচ্ছে না। এখন তিনি সিনেমা দেখেন, গান শোনেন, গল্পের বই পড়েন।

সলমনের বাবার ধমক খেলেন জ্যাকলিন

আগে হিন্দি শিখে এসো, তারপর না হয় উর্দু ! সলমন খানের বাবা সেলিম খানের কাছে ধমক খেয়ে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা জ্যাকলিনের ! ভাবতে পারছিলেন না, ঠিক কী মন্তব্য করবেন। কী বললে, রাগি সেলিম খানের রাগ একটু হলেও গলবে। তবে কিছু বলার থেকে পুরো ব্যাপারটা হজম করে ফেললেন জ্যাকলিন।গপ্পোটা হল, ২০০৯সালে "আলাদিন" ছবিদিয়ে বলিউডে পারাখেন জ্যাকলিন।ছবিটি ফ্লপ করলেও, সুন্দরী জ্যাকলিন কিন্তুনজর কাড়েন।তারপর একে একে "কিক" ও "রেস থ্রি"। সলমনের সঙ্গেজুটি বাঁধার পরথেকেই খান পরিবারের ঘনিষ্ঠে আসেন জ্যাকলিন। এমনকী, গুঞ্জনেছিল সলমনের সঙ্গেনাকি প্রেম প্রেমসম্পর্কও জ্যাকলিনের।তবে প্রথম থেকেই হিন্দি ভাষা নিয়ে সমস্যা রয়েছে জ্যাকলিনের। বহুবার সলমনেরবলার পরও নাকিহিন্দি ভালো করারব্যাপারে মন দেননিতিনি। শোনাগিয়েছে, জ্যাকলিনের হিন্দিনিয়েও কিছুটা বিরক্তসলমনের বাবা সেলিম। জ্যাকলিন যেইউর্দু শেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন অমনি নাকি ক্ষেপে গিয়ে নায়িকাকে ধমক দিয়েছেন সেলিম !

চোখকে সুস রাখতে চান ?

কিভাবে ভালো রাখবেন আপনার চোখ তা জেনে নেওয়া যাক- ১) বেশিরভাগ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে "নাইট মোড" বা "ওয়ার্ম মোড" বলে একটি অপশান থাকে।এই অপশনটি অন করলেই ফোনের স্ক্রিন হলদেটে হয়ে যায়।এর ফলে স্ক্রিন থেকে বের হওয়া ক্ষতিকর নীল রশ্মির পরিমাণ কম থাকে। কোনও কোনও কম্পিউটারের স্ক্রিনেও থাকে এই ওয়ার্ম মোড।২) ট্রেনে বাসে প্রতিদিন অনেকে যাতায়াত করেন।ট্রেন-বাসের হাতলে, সিটে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে।সিট বা হাতলে হাত দেওয়ার পর সেই হাত ভুলেও চোখে দেবেন না।হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত মুছে অথবা বাড়ি ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তবেই চোখে হাত দেবেন।৩) দিনে বেশ কয়েকবার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন। বাইরে থেকে এসে অথবা কম্পিউটারে বসে একটানা কাজের করার ফাঁকে চোখে জলের ঝাপটা দিন। কয়েকদিন নিয়মিত করলেই উপকার টের পাবেন।৪) চোখ সুস্থ রাখতে নজর দিন আপনার খাদ্যাভ্যাসেও। রোজ খাবার পাতে রাখুন প্রচুর শাক-সবজি। ভিটামিন ঙ চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ঙ আছে এমন কয়েকটি খাবার হল- রাঙা আলু, গাজর, পালং শাক, ব্রকোলি, লাল শাক, ক্যাপসিকাম, কমলালেবু, টম্যাটো, পেঁপে, পাকা আম ইত্যাদি।

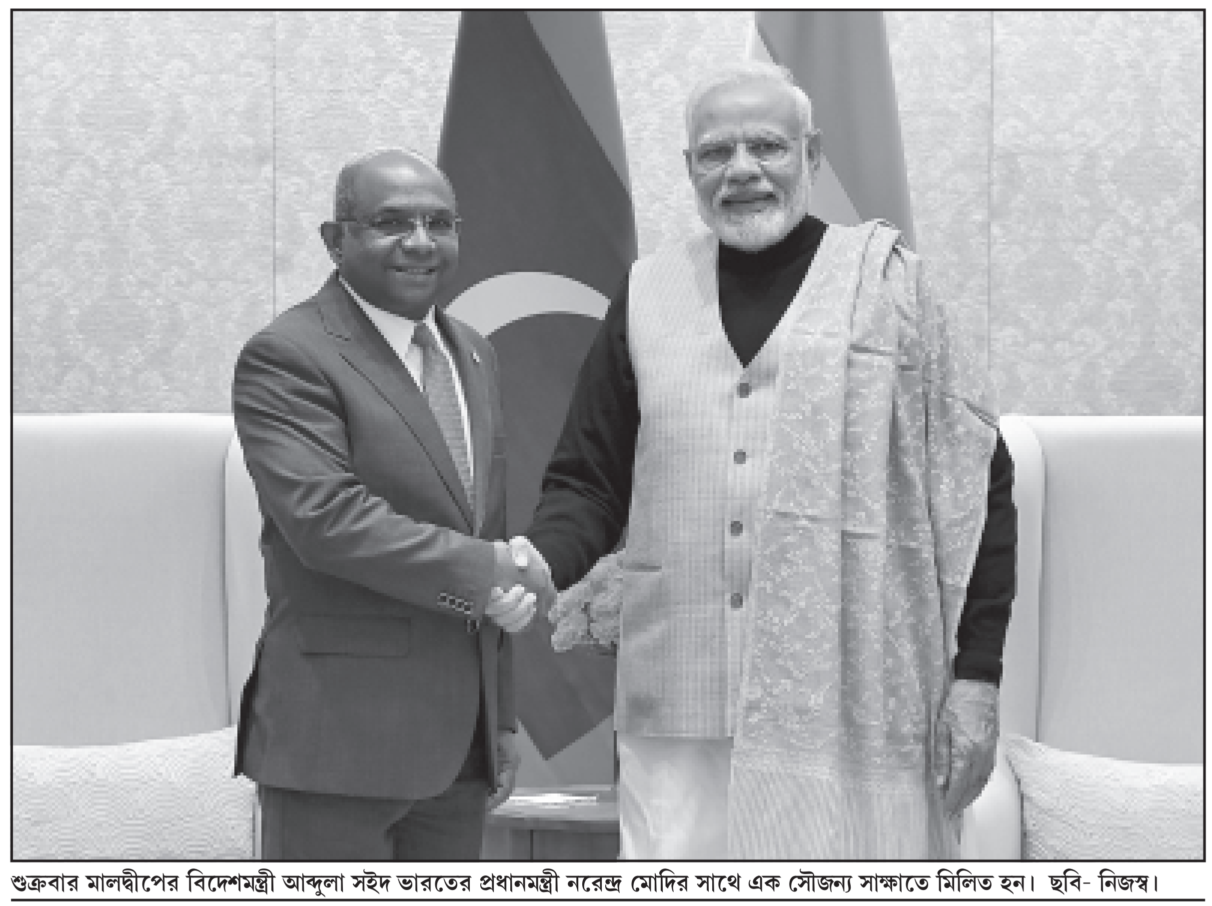

শুক্রবার মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী আব্দুলা সইদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সভা বাতিল করল প্রশাসন দফায় দফায় পুলিশের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি

গড়বেতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : সাধ্বী সরস্বতীর সভার অনুমতি দিল না প্রশাসন,তাই সভার উদ্দেশ্যে এসেও ফিরে যেতে হল সাধ্বীকে। শুধু তাই নয় এই সভা ঘিরে কয়েক জাগায় পুলিশের সাথে হিন্দু সম্মেলনে যোগ দিতা আসা সমর্থকদের মধ্যে বাধে গন্ডগোল,হয় ধস্তাধস্তিও।

জানা যায়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোডে শুক্রবার হিন্দু জাগোরণ মঞ্চ মহাসম্মেলনের ডাক দিয়েছিল ।আর বৃহস্পতিবার রাত্রি বারোটা নাগাদ আইনশৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কা দেখিয়ে জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে অনুষ্ঠান বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। হঠাৎ জেলা পুলিশের এই সিধান্ত চক্রান্ত বলে জানিয়েছে হিন্দু জাগোরণ মঞ্চের জেলা নেতা পারিজাত চক্রবর্তী। যদিও এই ঘটনায় শুক্রবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু জাগোরণ এর কর্মী-সমর্থকরা আসতে থাকে চন্দ্রকোনা রোড এলাকায়, আর তাদের জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বাধা দেয় পুলিশ, ফলে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা। চন্দ্রকোনা, শালবনি, গোয়ালতোড়, গড়বেতা,সহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা দেয় উত্তেজনা। চন্দ্রকোনার বক্সীর বাগান এলাকায় হিন্দু জাগরণ এর কর্মী দের পথ আটকালে পুলিশের সাথে শুরু হয় বচসা, তার পর ধস্তাধস্তি, এই ঘটনায় আবরুদ্ধ হয়ে যায় ঘাটাল চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়ক। দীর্ঘ ক্ষন পর পুলিশ তাদের পথ ছেড়ে দেয় । আর এদিনের সভাতে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার রাতেই জেলায় পৌঁছে যায় সাধ্বী সরস্বতী, কিন্তু শুক্রবার সভা স্থল থেকে কয়েক কিমি দূর থেকে তাকে ফিরে যেতে হয়। তাই এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, -বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে ধর্মসংস্কৃতি বা রাষ্ট্রের নামে মানুষ অনুষ্ঠান করতে পারছে না। নিজের সর্বনাশ নিজেই করছেন মমতা ব্যানার্জি। হিন্দু মহাসম্মেলনে যোগ দিতে না পেরে সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন সাধ্বী সরস্বতী। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন,-- বাংলায় হিন্দু হয়ে জন্মানো কি দোষের, না হিন্দুত্ব নিয়ে কাজ করা দোষের!।

যদিও হিন্দু মহা সম্মেলন বাতিল এর পিছনে সরাসরি প্রশাসনকে দোষারোপ করতে নারাজ সংঘ পরিবারের এই দাপুটে নেত্রী। মমতা ব্যানার্জি যদি একটু সহনশীল হতে তাহলে বাংলায় এ ধরনের পরিস্থিতি আসতো না বলেও দাবি করেন সাধ্বী সরস্বতী। একইসাথে তার দাবি সিএবি, এনআরসি নিয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে মানুষকে। দেশে অনুপ্রবেশ আটকাতেই এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বলে দাবি করেন তিনি।

এদিন পুলিশের নির্দেশমতো সভাস্থলে না গিয়ে আড়াবারি অতিথিশালা থেকেই ফিরে যান সাধ্বী সরস্বতী সহ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতৃত্ব। যদিও এদিন চন্দ্রকোনা রোডে সভা স্থল পৌঁছানো, কয়েক হাজার কর্মীদের কাছে সাধ্বী সরস্বতী পাঠানো অডিও বার্তা শোনানো হয় ।এবিষয়ে হিন্দু জাগোরণ মঞ্চের জেলা সভাপতি পারিজাত চক্রবর্তী বলেন,পুলিশের বাধার উপেক্ষা করেই আমরা সভা করেছি, আগামী দিনে আমরা আরো বড়ো সভা করব এই জায়গায় ।জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতিতে তা বাতিল করা হয়েছে,বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ বিজেপির মহিলা এমপিদের প্রতিনিধিদল

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ বিজেপির মহিলা এমপিদের প্রতিনিধিদলের। ধর্ষণ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় শুক্রবার কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, সরোজ পান্ডে প্রমুখ। তাঁরা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ধর্ষণকে 'রাজনৈতিক হাতিয়ার' হিসাবে কাজে লাগাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলে 'সম্ভাব্য কঠোরতম পদক্ষেপ' দাবি করেছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, গতকাল ঝাড়খন্ডে নির্বাচনী জনসভায় রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদী 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র কথা বলেছেন, কিন্তু আজকাল যেদিকেই তাকান, মনে হবে 'রেপ ইন ইন্ডিয়া'। রাহুলের এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে বিজেপি দাবি করেছে, তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। স্মৃতি বলেন, ইতিহাসে এই প্রথম একজন নেতা উদাত্ত আহ্বান করছেন, মহিলা ধর্ষণ হওয়া উচিত। রাহুল গান্ধী কি দেশের মানুষকে এটাই বার্তা? তাঁর ক্ষমা চাওয়ার দাবি করে স্মৃতি অভিযোগ করেন, রাহুলের মন্তব্য রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পর্যায়ে পড়ে, এজন্য তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। রাহুলের 'রেপ ইন ইন্ডিয়া' কটাক্ষকে 'ভয়ঙ্কর' আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও বলেন, একজন সিনিয়র কংগ্রেস নেতা মহিলাদের সম্ভ্রমের কথা ভুলে গিয়েছেন, এটাই লজ্জার কথা। তিনি আরও বলেন, হতে পারে আমরা ওদের বিরোধী শিবিরে, কিন্তু দেশের কথা বলার সময় আমাদের সবার সুর এক হওয়া উচিত বলেই মনে হয়।

রাহুল অবশ্য বিজেপির সমালোচনা উড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কখনই ক্ষমা চাইবেন না, উল্টে দাবি করেছেন, নরেন্দ্র মোদীর একটি পুরানো ভিডিও আছে যাতে তিনি দিল্লি ইউপিএ শাসনে 'ধর্ষণ রাজধানী' হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছিলেন, ফলে তাঁরই ক্ষমা চাওয়া উচিত। রাহুল বলেছেন, বিজেপির কাছে কোনওদিন ক্ষমা চাইব না।

পালঘর এলাকা থেকে সাত বাংলাদেশিকে গ্রেফতার

মুম্বই, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে সাতজন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পালঘরে। ধৃতদের জেরা করে তাদের সঙ্গে আরও কারা আছে তার সন্ধান করছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের বহু নাগরিক কাজের সূত্রে ভারতে প্রবেশ করে আর ফিরে যায় না বলে অভিযোগ। সেজন্য মাঝে মধ্যেই মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় মহারাষ্ট্র পুলিশ। কয়েকদিন আগে তাদের কাছে খবর পৌঁছায়, পালঘর এলাকায় কিছু বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে বসবাস করছে। কোন কাগজপত্র তাদের কাছে নেই। এরপরই পুলিশের একটি দল তাদের সন্ধানে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযানের সময় সাতজন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। পরে জেরা করার সময় কথাবার্তায় অসংগতি পেয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বাংলাদেশের সীমান্ত টপকে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে বহু মানুষ। অনেক সময়ই তাদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে নির্দিষ্টভাবে কোনও অভিযোগ থাকলে মাঝে মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। কয়েকদিন ধরে সেই কাজই চলছিল। তখনই ওই সাতজন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জেরা করে কীভাবে তারা ভারতে এলো তা জানার চেষ্টা চলছে।

প্রকাশ্যে নকল সরবরাহ হচ্ছে সিউড়ির স্কুলে

সিউড়ি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পরীক্ষার হলে বাইরে থেকে নকল সরবরাহ হচ্ছে প্রকাশ্যে। থানা থেকে ঢিল ছোড়া দুরে শহরের প্রান কেন্দ্রে এহেন ঘটনায় তাজ্জব আমজনতা।ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ রবীন্দ্র ওপেন স্কুল এর মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনের সিউড়ির পাবলিক এণ্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুলে বাইরে থেকে নকল (টুকলি) সরবরাহের অভিযোগ উঠল। সেই মর্মে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল একটি ভিডিও।

অন্যদিকে, এদিন পরীক্ষা হলে টুকলির খবর পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা ঘটনা স্থলে পৌঁছাতেই দেখা যায়, পরীক্ষা কেন্দ্রের পিছনের প্রাচীরে চেপে স্কুলের জানালা দিয়ে টুকলি সরবরাহ করছেন কয়েকজন। এমনকি স্কুলের জানলার কার্নিশের উপরে উঠে দেওয়াল বেয়ে টুকলি দিতে দেখা যায়।

বৃহস্পতিবার থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ রবীন্দ্র ওপেন স্কুল এর মধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে ওই পরীক্ষা। এই জেলাতেও একাধিক স্কুলে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সিউড়ির ওই স্কুলটি। সিউড়ি বড় পোষ্ট অফিসের সামনের সিউড়ি এই স্কুলে ও এদিন ছিল মাধ্যমিকের ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা। ওই পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে জানা গিয়েছে, ওই কেন্দ্রে মোট ১৯৯ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন, তার মধ্যে ১৭১ জন এদিন পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন। সেই ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষায় ওই টুকলির অভিযোগ ওঠে। ঐ পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা শিক্ষক সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার কাছে সেরকম কোন অভিযোগ আসে নি। স্কুলে পরীক্ষা শান্তিপূর্নই ভাবেই হয়েছে। তবে বাইরে থেকে কে কি করছে আমি বলতে পারব না। সীমানার বাইরে দিকটি দেখার দায়িত্ব থাকে পুলিশের।'

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে দূষিত নদী মহানন্দা

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স): দূষণের তালিকায় রাজ্যে সবচেয়ে উপরে মহানন্দার নাম। বারবার উদ্যোগ নিয়েও হাল ফেরেনি। দূষণ রুখতে এবার নয়া উদ্যোগ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের। জল পরিশোধনে তৈরি হবে মহানন্দা ট্রিটমেন্ট প্লান্ট।

এককালে এই মহানন্দাতেও বইত স্বচ্ছ কাঁচের মত জল। ছিল বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে উচ্ছাস। কিন্তু আজ নদীর বুকে মারণ রোগের বাসা। দূষণে জেরবার মহানন্দা। ইতিউতি প্লাস্টিক, নোংরা, আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নদীর পারে ঘুরে বেড়াচ্ছে শূকর। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্ট বলছে রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে দূষিত নদী মহানন্দা। রাজ্যে ১৭ টি নদীর বিভিন্ন অংশ দূষিত বলে চিহ্নিত। তালিকায় সবচেয়ে উপরে মহানন্দা। নদীতে ক্ষতিকর কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত। কারণ হিসাবে উঠে আসছে নদীর পারে একাধিক খাটাল। নদীতে গবাদি পশুর স্নান। মানুষের মল মূত্র থেকেও বাড়ছে কলিফর্ম। শিলিগুড়ির ৯৪ ছোট বড় নালার জল মিশেছে মহানন্দায়। মহানন্দাকে দূষণমুক্ত করতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও হাল ফেরেনি। মাঝপথেই মুখ থুবড়ে পড়েছে মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যান।

এবারও নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছে দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ। তৈরি করা হবে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। প্লান্টের মাধ্যমে নালার জল পরিশোধিত হয়ে নদীতে মিশবে। এর আগে নদী বাঁচাও কমিটি একটি রিপোর্টে মহানন্দাকে দূষণে শীর্ষে রেখেছিল। তারাও শিলিগুড়ি পুরসভার কাছে রিপোর্ট জমা দিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবী জানিয়েছিল। চেয়ারম্যান জানান, "শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিকাঠামো তাদের হাতে তুলে দিলে তারাই ট্রিটনেন্ট প্ল্যান্ট তৈরী করবে। এজন্য একটি বিদেশী সংস্থার সঙ্গেও কথা বলছে তারা।" মহানন্দা নদীর দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রও।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি বিরোধিতায় বিক্ষোভে উত্তাল আরামবাগ

হুগলি, ১৩ ডিসেম্বর(হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি নিয়ে অন্যান্য স্থানের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের আরামবাগেও তীব্র প্রতিবাদে সরব হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষজন। শুক্রবার আরামবাগের হরিণখোলা এলাকায় উত্তাল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি বিরোধিতায় রাস্তার মাঝে বড় বড় ও মোটা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান তারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নাম পুলিশ বাহিনী উ এখনওএলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। থমথমে পরিস্থিতিতে আতঙ্কে সাধারণ মানুষ।

শুক্রবার দুপুরে আরামবাগের হরিণখোলায় এলাকায় আরামবাগ কলকাতা রাজ্য সড়কের ওপরেই জমায়েত হয়ে তারা প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভের পাশাপাশি রাস্তার মাঝেই টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন বিক্ষোভ কারীরা। অবরোধের জেরে এই সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

রাস্তার মাঝে বড় বড় ও মোটা টায়ার জ্বালিয়ে তারা এই অবরোধ করেন। অবরোধের সময়ে স্লোগান দেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র বিরুদ্ধে। এই আইন তারা মানছেন না বলেও গলা ফাটান। কোনও দলের পতাকা ছাড়া এই বিক্ষোভে যোগ দেন সাধারণ মানুষ ।

এদিন আরামবাগ ও পুড়শুড়া পুলিশ অবরোধ তুলতে এলে তাদের সাথে অবরোধকারীদের তুমুল বাক বিতন্ডা শুরু হয় উ পুলিশকে ঘিরে রেখে তারা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। এর পরেই পুলিশ তাদের দিকে লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। লাঠি চার্জ করা হয়েছে বলেও অবরোধকারীদের অভিযোগ। তাতে অনেকেই পড়ে যান। এরপরই অবরোধ উঠে যায় ।ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিভিয়ে দেন। সব মিলিয়ে আরামবাগের হরিণখোলা এলাকা উত্তাল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি বিরোধিতায়। এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। থমথমে পরিস্থিতি আতঙ্কে সাধারণ মানুষ।

শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মহম্মদ হুমায়ুন

শান্তিনিকেতন, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : শান্তিনিকেতনে এসে বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবন ঘুরে দেখলেন বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মহম্মদ হুমায়ুন এবং তাঁর স্ত্রী নাদিরা মাহমুদ। শুক্রবার বাক্তি সফরে এসেছিলেন তারা। বাংলাদেশ ভবনে বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম। সভাকক্ষ, গ্রন্থাগার প্রভৃতি ঘুরে দেখেন তারা। বিশ্বভারতী বাংলাদেশ ভবনের মুখ্য সমন্বয়কমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এটা ছিল ওঁদের একান্ত ব্যক্তিগত সফর। বাংলাদেশ ভবন দেখে ওঁরা খুব খুশি হয়েছেন। তাঁর মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রয়োজনে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন।

পড়ুয়া টানতে পুরসভার স্কুলগুলির প্রথম ভাষা হতে চলেছে ইংরেজি

কলকাতা,১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): এবার পড়ুয়া টানতে পুরসভার স্কুলগুলির প্রথম ভাষাকে ইংরেজি করে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার এমনটাই জানান পুরসভার শিক্ষা বিভাগের এক আধিকারিক।

ওই আধিকারিক জানান, 'অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে পুরসভার স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা বেশ কম। কি কারনে পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাচ্ছে তা জানতে একটি সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা করাবো আমরা।' প্রথমদিকে কয়েকটি স্কুলে প্রথম ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে যে মাধ্যমের স্কুল সেই ভাষা টিকে রাখা হবে। অর্থাৎ যদি স্কুলটি বাংলা মাধ্যমের হয় সে ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা ইংরেজি ও দ্বিতীয় ভাষা বাংলা করা হবে। একইভাবে উর্দু, হিন্দি, ওডিয়া মাধ্যমের স্কুলগুলোতেও প্রথম ভাষা ইংরেজি ও দ্বিতীয় ভাষা যথাক্রমে উর্দু, হিন্দি, উড়িয়া করা হবে। ওই আধিকারিকের কথায়, 'সমীক্ষা করে দেখার পর কয়েকটি বিদ্যালয় প্রথম পর্যায় প্রথম ভাষা ইংরেজি করে যদি দেখি ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে, আমরা এই কর্মসূচিতে সফল হচ্ছি তাহলে সে ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে পুরসভার বাকিগুলো স্কুলগুলিতেও প্রথম ভাষা ইংরেজি করে দেওয়া হবে। ২০২০ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে।'

ইতিমধ্যে শহরে কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ স্কুলের সংখ্যা রয়েছে ২৭৩ টি। যাতে ছাত্রসংখ্যা ২৬হাজারের কিছু বেশি। আপাতত পুরসভার অধীনে ১৮ টি ইংরেজি মাধ্যম, ১৩০ টি বাংলা মাধ্যম, ৪৪ টি হিন্দি মাধ্যম, ৫৮টি উর্দু মাধ্যম ও একটি ওডিয়া মাধ্যমের স্কুল রয়েছে। এরমধ্যে ৪৭ স্কুলকে মেয়র অনুমোদন দিয়েছেন। এছাড়াও পাঁচটি জুনিয়র হাই স্কুল রয়েছে যেগুলি রয়েছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

বিশিষ্ট সাংবাদিকের মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত হয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানালেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা বহুভাষী সংবাদ প্রদানকারী সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের কনসাল্টিং এডিটর অশোক সেনগুপ্তের একমাত্র মেয়ে সংঘমিত্রা বিয়েতে সস্ত্রীক উপস্থিত হয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধানকার ও ফার্স লেডি সুদেশ ধানকার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পার্কস্ট্রিট এলাকার অভিজাত বেঙ্গল ক্লাবে এই বিয়ের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সস্ত্রীক উপস্থিত হয়ে আগত অতিথিদের সঙ্গে খোলামেলা ভাবে কথাও বললেন। বিবাহ আসরে সস্ত্রীক রাজ্যপাল উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানালেন। তিনি ঘন্টাখানেক সময় কাটানোর পর রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাজ্যপাল নিজেও এই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খুশি হয়েছেন। তিনি অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি হিন্দুস্থান সমাচারের কর্মীদের সঙ্গেও বার্তালাপ করেন এবং হিন্দুস্থান সমাচার সংস্থা সম্পর্কে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

বিট্রেন পার্লামেন্টের সাংসদ নির্বাচিত হলেন শেখ হাসিনার বোনঝি টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবারও ব্রিটেনের নির্বাচনে বিরাট ব্যবধানে জয়ী হলেন শেখ মুজিবর রহমানের নাতনি টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক। টিউলিপ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার মেয়ে। লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্নে লেবার দলের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে টিউলিপ পেয়েছেন ২৮ হাজার ৮০ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ দলের জনি লাক ভোট পেয়েছেন ১৩ হাজার ৮৯২। ২০১৫ সালে ১ হাজার ১৩৮ ভোটের ব্যবধানে প্রথমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমপি নির্বাচিত হন টিউলিপ। ২০১৭ সালে ভোটে টিউলিপের জয়ের ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৫৬০। এবার ব্যবধান ১৪ হাজার ১৮৮ ভোটের। যুক্তরাজ্যে প্রতি ৫ বছর পর সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু ব্রেক্সিট নিয়ে জটিলতার কারণে গত পাঁচ বছরেরও কম সময়ে দেশটিতে তিনটি নির্বাচন হল। ফলে টিউলিপকে তিনটি নির্বাচনে লড়তে হয়েছে। একদিকে নিজের পারিবারিক পরিচয়, অন্যদিকে লন্ডনের কঠিন আসনে প্রার্থী হওয়ায় এবারের নির্বাচনেও আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন টিউলিপ। বৃহস্পতিবার ব্রিটেনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন আসনের ফলাফল আসতে শুরু করেছে। বিরাট গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরছে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের কনজারভেটিভ পার্টি। কনজারভেটিভ দলের আসন এবার ৫০টি বেড়ে ৩৮৬ হবে বলে আভাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এবার লেবার দলের আসন ৭১টি কমে মাত্র ১৯১টি হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। লেবার দলের এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও টিউলিপ অসাধারণ সাফল্য দেখিয়ে তাঁর আসনে বিজয় ধরে রাখলেন।

সাধারণ নির্বাচনে হার লেবার পার্টির, দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছেন জেরেমি

লণ্ডন, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ব্রেক্সিট ইস্যুতে ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বরিস জনসনের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি জয়ী হয়েছেন। ৬৫০টি আসনের মধ্যে বিপুল ব্যবধানে হেরে বসেছে লেবার পার্টি। আর এ হতাশায় নেতৃত্ব থেকে সরে যাচ্ছেন প্রধান বিরোধী দলটির নেতা জেরেমি করবিন।

ব্রেক্সিট ইস্যুতে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের আহ্বানে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে জনসনের কনজারভেটিভ পার্টি। শুক্রবার এখনও ভোট গণনা চলছে। বহুল আলোচিত এ নির্বাচনের শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমনসের ৬৫০টি আসনের মধ্যে ৬৪৯টি আসনের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩৬৪টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়েছে কনজারভেটিভ পার্টি। অন্যদিকে, প্রধান বিরোধীদল লেবার পার্টি পেয়েছে ২০৩টি আসন। এছাড়া, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (এসএনপি) পেয়েছে ৪৮টি আসন এবং অন্য আরও তিনটি দল ৩৪টি আসন। এখন পর্যন্ত কনজারভেটিভরা পেয়েছে মোট ভোটের ৪৩ শতাংশেরও বেশি ভোট। এককভাবে সরকার গঠন করতে কনজারভেটিভদের প্রয়োজন ছিল ৩২৬টি আসন। যা তারা অনায়াসেই পেয়ে গেছে উ অন্যদিকে, গণনায় নিজের দলের

ছয়ের পাতায়

পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে শিক্ষক শিক্ষা কর্মীরাও মোবাইল ব্যবহার করতে পারবে না

বোলপুর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে কর্তব্যরত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী কেউই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। এই বিষয়েও নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন সংসদের সভাপতি ডঃ মহুয়া দাস। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠু মত পরিচালনা ও নকল রুখতে একাধিক পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক সংসদ। এই মর্মে শুক্রবার বোলপুর গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে একটি বৈঠক হয়।

২০২০ সালের ১২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। চলবে ২৭ মার্চ পর্যন্ত। প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকল হওয়া প্রভৃতি রুখতে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক সংসদের সদস্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, জেলা আধিকারিকদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণের একটি বৈঠক করেন সংসদের সভাপতি ডঃ মহুয়া দাস। পরীক্ষার কয়েক দিন স্কুলে কোন শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী কেউই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ডঃ মহুয়া দাস বলেন, 'স্কুলের প্রধান শিক্ষক একজন করে পর্যবেক্ষক ঠিক করবেন। তার অধীনে আরও দুজন পর্যবেক্ষক থাকবেন। তারাই পরীক্ষার যাবতীয় নিয়মাবলি পালন

ছয়ের পাতায়

শুক্রবার শান্তিরবাজের ৩১ নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ'র উদ্যোগে আয়োজিত হয় স্বচ্ছ ভারত অভিযান। ছবি- নিজস্ব।

বিশিষ্ট সাংবাদিকের মেয়ের বিয়েতে সস্ত্রীক রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা বহুভাষী সংবাদ প্রদানকারী সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের কনসাল্টিং এডিটর অশোক সেনগুপ্তের একমাত্র মেয়ে সংঘমিত্রা বিয়েতে সস্ত্রীক উপস্থিত হয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধানকার ও ফার্স্ট লেডি সুদেশ ধানকার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পার্কস্ট্রিট এলাকার অভিজাত ক্লাবে এই বিয়ের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সস্ত্রীক উপস্থিত হয়ে আগত অতিথিদের সঙ্গে খোলামেলা ভাবে কথাও বললেন। বিবাহ আসরে সস্ত্রীক রাজ্যপাল উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানালেন। তিনি ঘন্টাখানেক সময় কাটানোর পর রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাজ্যপাল নিজেও এই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খুশি হয়েছেন। তিনি অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি হিন্দুস্থান সমাচারের কর্মীদের সঙ্গেও বার্তালাপ করেন এবং হিন্দুস্থান সমাচার সংস্থা সম্পর্কে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। পাশাপাশি রাজ্যপালের আতিথেয়তায় উপস্থিত অতিথিরাও বেশ মুগ্ধ ছিলেন।

রেগা প্রকল্পে ত্রিপুরার সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। এমজিএনরেগা প্রকল্পে ২০১৯ সালে বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ত্রিপুরা পুরস্কার পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, পাহাড়ি রাজ্যের ক্যাটাগরিতে ভালভাবে প্রকল্প রূপায়নে ত্রিপুরা প্রথম, প্রকল্প শেষ করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়নে গোমতী জেলা, কাজ শেষ করার হারে গোমতী জেলা, জিআইএস এসেট সুপারভাইজার হিসেবে জিএএস তেলিয়ামুড়া প্রথম। তাছাড়া গোমতী জেলার করবুক ব্লক ব্লক ভিত্তিক কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে প্রথম। সেই সাথে রেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে সবচেয়ে ভাল কাজ হয়েছে উত্তর জেলার জামরাইপাড়া গ্রাম।

খারিজ

● প্রথম পাতার পর
সামনে এনে আদালতে জামিনের আবেদন করা হয়েছিল। বিচারপতি অরিন্দম লোধ জামিনের আবেদন খারিজ করেছেন।

গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকড়াবন, ১৩ ডিসেম্বর।। আবারো এক গৃহবধূ শশুর বাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিজের গায়ে নিজেই আগুন লাগিয়ে জীবন শেষ করতে চেয়েছিল। ঘটনা কাঁকড়াবন সিটি কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। গৃহবধূর বাপের বাড়ির অভিযোগ, তাকে তার শশুর বাড়ির লোকজন মানুষিকভাবে দিনের পর দিন অত্যাচার করতে থাকে। তার জেরে গৃহবধূ শশুর বাড়ির অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে কেরোসিন ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। তার শরীরের ৪০ শতাংশ পুরে যায় । জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশ।

যাচ্ছেন জেরেমি

পাচের পাতার পর
শোচনীয় পরাজয়ের আভাস পেয়ে আর কোনও নির্বাচনের প্রচারে পার্টির নেতৃত্বে থাকবেন না তিনি। বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ শেষে রাতে পরাজয়ের আভাস পেয়ে করবিন বলেন, এখন পর্যন্ত যে ফলাফলের আভাস আমরা পেয়েছি, তা খুবই হতাশার। অবশ্য নিজের আসন নর্থ লন্ডনে জয় পেয়েছেন তিনি।

২০১৬ সালে ব্রেক্সিটকে সমর্থন জানিয়েছেন এমন এলাকাগুলো দ্য নর্থ, মিডল্যান্ডস ও ওয়েলসে আসন হারিয়েছে দলটি।

করতে পারবে না

পাচের পাতার পর
হচ্ছে কিনা নজরদারি চালাবেন।'

পরীক্ষা কেন্দ্রে থাকবে মেটাল ডিটেকটর। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রতি ক্লাস রুমে ৩ জন করে পর্যবেক্ষক থাকবেন তার মধ্যে একজন প্রধান হিসাবে দায়িত্ব ঘোষনা করবেন ভেনু সুপারভাইজার। তারা নজর রাখবেন, কেউ মোবাইল ব্যবহার করছে কিনা, প্রশ্নপত্র সুরক্ষিত আছে কিনা। কোন অসৎ উপায় কেউ অবলম্বন করছে কিনা।

জরুরী পরিষেবা

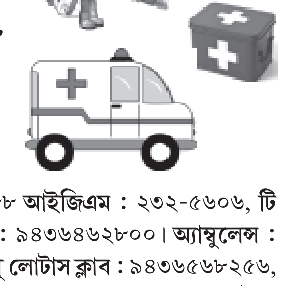

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর
এগারেটায় উনকোটি জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা উনকোটি জেলা বিচারপতি জে.এম মুড়াসিং-এর চেম্বারে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিচারপতি জে.এম মুড়াসিং উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের জেলা সচিব বিচারপতি রামাংশু শেখর ভট্টাচার্য, কৈলাসহর থানার ওসি দেবাশীষ সাহা, এসডিপিও চন্দন সাহা, জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী অর্চনা সিন্হা, কামাল মোছদ্দর সহ আটজন পিএলভি (প্যারা লিগেল ভলান্টিয়ার) বৈঠক শেষে বিচারপতি জেএম মুড়াসিং সংবাদ প্রতিনিধিদের বলেন, গতকাল উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা নিরাপত্তাহীন হয়ে থানায় দারস্থ হবার পর প্রশাসনের তরফে ছাত্র-ছাত্রীদের যভাবে চাল এবং ডাল দেওয়া হয়েছে তাতে উনকোটি জেলা জেলাসদর কৈলাসহরের বদনাম হয়েছে।

কারণ, অন্যান্য জেলার মানুষ এবং বহির্রাজ্যের মানুষ এই খবরটা দেখে সবাই ভাবছে কৈলাসহরে পড়াশোনা করতে আসা উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা খেতে পাচ্ছে না, কিন্তু আসল ব্যাপারটা এটা নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। বিচারপতি জে.এম মুড়াসিং প্রশাসন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই সিদ্ধান্তে উস্মা প্রকাশ করেন। জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সমস্ত পিএলভি এবং কৈলাসহর থানার পুলিশ সহ যৌথভাবে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের খোঁজ খবর নেওয়া হবে পাশাপাশি ওদেরকে নিরাপত্তা প্রদানও করা হবে। এব্যাপারে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের জেলা সচিব রামাংশু শেখর ভট্টাচার্য বলেন, বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলে এবং যেসব বাড়িতে ভাড়া থাকে সেসব স্থানে গিয়ে পিএলভি এবং পুলিশ যৌথভাবে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে নার্সিং করা হবে। তাতে উনকোটি জেলা সহ কৈলাসহরের সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে। দুপুর তিনটা থেকে বিএলভি এবং পুলিশ যৌথভাবে মাঠে নেমে পড়েছে অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের খোঁজখবর নেওয়া শুরু করা হয়েছে। বন্ধ প্রত্যাহার করে নেবার পর থেকে রাজ্যের পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

পরিষেবা

● প্রথম পাতার পর
নিয়েছিল ত্রিপুরা সরকার।

বুধবার অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ প্রত্যাহৃত হয়েছে। কিন্তু, মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা পুনরায় চালু করার মত পরিস্থিতি হয়নি বলে মনে করেছিল ত্রিপুরা প্রশাসন। কারণ, গতকাল কংগ্রেসের ডাকা বনধে ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় সংঘর্ষ হয়েছে। ওই সংঘর্ষে দোকানপাট ও বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। ফলে, পরিস্থিতি যেকোন সময় ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে প্রশাসন আশঙ্কা করছে। এই পরিস্থিতিতে মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা চালু করার ঝুঁকি নিতে চাইছিল না ত্রিপুরা সরকার।

অবশ্য, মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা স্থগিত হওয়ায় নেটিজেনরা ত্রিপুরা সরকারের তীব্র সমালোচনা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছিলেন, পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে, প্রশাসন অবস্থা বুঝেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে । তার দাবি, ত্রিপুরাবাসীকে নিরাপদে রাখার জন্যই অনাকাঙ্খিত এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। আজ বিভিন্ন জেলা শাসকের কাছ থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করে ত্রিপুরায় মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয় ত্রিপুরা সরকার।

সিলমোহর

● প্রথম পাতার পর
করা হচ্ছে।

৫ অক্টোবর, ২০১৯ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার ১ ডিসেম্বর, ২০১৯-এর এক গ্যাজেট নোটিফিকেশনে এই ন'টি দ্রব্যের উপর থেকে রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে।

ত্রিপুরার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য মূলত: বাংলাদেশের সাথেই হয়ে থাকে। বর্তমানে ৮টি নোটিফায়েড ল্যাণ্ড কাস্টম স্টেশন রয়েছে ত্রিপুরায়। সেগুলি হচ্ছে আগরতলা, শ্রীমন্তপুর, মুহুরীঘাট, খোয়াইঘাট, ধলাইঘাট, মনুঘাট, পুরান রাঘনা বাজার এবং সাবম। ২০১৮-১৯ বছরে এই স্থলবন্দরগুলি দিয়ে বাংলাদেশে ত্রিপুরার রপ্তানির পরিমাণ ছিলো ১৪.৬৬ কোটি টাকা এবং আমদানির পরিমাণ ছিলো ৫২২.৪২ কোটি টাকা। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে এই বিশাল ফারাক থাকার মূল কারণ ছিলো বাংলাদেশ সরকারের আরোপিত বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা। এ বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার ২৭টি পণ্য দ্রব্যের উপর থেকে বাংলাদেশ সরকার যাতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় সেজন্য ভারত সরকারের বাণিজ্য মকের সাথে আলোচনা চালায়। ফলে প্রথম ধাপে ৭টি এবং দ্বিতীয় ধাপে ৯টি পণ্যদ্রব্যের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় বাংলাদেশ সরকার। রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরায় উৎপাদিত বা যেসব দ্রব্যের চাহিদা বাংলাদেশে বেশি সে সমস্ত দ্রব্যের উপর থেকেও যাতে বাংলাদেশ সরকার বন্দর সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তুলে নেয়। এই পণ্যগুলি আগরতলা-আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট এবং শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি করা যাবে।

প্রদ্যুৎ কিশোর

● প্রথম পাতার পর
বিলে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেছেন। তাই, আজ ওই বিলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করেছি। তাঁর কথায়, আগেই বলেছিলাম নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হতেই সুপ্রিম কোর্টে যাব আমি। তাই, আজ আর দেরি করিনি, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, দেশের সেরা আইনজীবী ওই মামলা পরিচালনা করবেন।

কাঞ্চনপুরে

● প্রথম পাতার পর
করার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে, আলোচনায় আইনজীবী প্রলয় দেবনাথ রিয়াং শরণার্থীদের পথ অবরোধ নিয়ে কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে কাঞ্চনপুর থানায় মামলা রয়েছে বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, তাদের কেন এখনও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। ওই সভায় আরও অনেকে রিয়াং শরণার্থীদের উশৃঙ্খল আচরণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে জোর সওয়াল করেছেন।

এই বৈঠক নিয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য বলেন, শান্তি বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেকেই শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষেই মত দিয়েছেন। তবে, নিরাপত্তারক্ষী আরও বৃদ্ধির দাবি উঠেছে। পাশাপাশি নিরাপত্তারক্ষীর টহলদারি বাড়ানোরও দাবি উঠেছে। তিনি জানান, আনন্দবাজারের উদ্বাস্তুরা এদিন পুনর্বাসনের দাবি তুলেছেন। মহকুমা শাসক বলেন, বনধে হিংসার ঘটনায় বাড়িঘর ছেড়ে এখনও আনন্দবাজার থানায় ৯৪ পরিবার, দশদা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ও রতনমণি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ৪০০ পরিবার আশ্রয় নিয়ে আছেন। তিনি জানান, তাদের বাড়িফেরার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, বৈঠক শেষে ফেরার পথে প্রশাসনিক আধিকারিকরা স্থানীয় জনগণের অবরোধের মুখে পড়েন। বড়হলদিতে স্থানীয় জনগণ প্রশাসনের কাছে এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন। ওই এলাকায় একটি টিএসআর ক্যাম্প বসানোর আবেদন জানিয়েছেন তারা। প্রশাসনিক আধিকারিকরা তাদের ওই দাবি বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

বাংলাদেশিদের

তিনের পাতার পর
ইমিগ্রেশন বন্ধ থাকলেও পণ্য পরিবহন স্বাভাবিক রয়েছে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, শুক্রবার তামাবিল দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁনেরও ভারতে যাওয়ার কথা ছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার তিনি এ সফর বাতিল করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ভারত সফর বাতিল করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন।

বন্ধের

● প্রথম পাতার পর
শান্তি বৈঠক হচ্ছে।

এদিকে, আগামীকাল থেকে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য, সাব্রুম লাইনে কোন ট্রেন চলেনি। তবে, আজ আগরতলা-শিলচর এবং শিলচর-আগরতলা উভয়দিকের ট্রেন নিজ গন্তব্যে রওয়ানা দিয়েছে। আগরতলা স্টেশন ম্যানেজার মুন্না যাদব বলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেস রাস্তায় আটকে ছিল। আজ আগরতলায় এসে পৌছেছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় নতুন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক না হলে কাল থেকে যথারীতি ট্রেন চলবে।

এদিন ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালীর বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, বিডিও, বিজেপি মন্ডল সভাপতি প্রমুখ। তাছাড়া জগবন্ধু পাড়াতেও সিআরপিএফ ক্যাম্পে অনুরূপ শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ও শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে কৈলাসহর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কৈলাসহর মহকুমা শাসক ডক্টর বিশাল কুমারের পৌরহিত্যে এই শান্তি বৈঠকে কৈলাসহর মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি ও আইপিএফটি দলের প্রতিনিধি সহ কৈলাসহর দুটি থানার ওসি ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যে ক্যাব এর বিরোধিতা করে বন্ধকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও কৈলাসহরে তার কোন আচ লাগেনি। তথাপি গুজবে কান দিয়ে গতকাল নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে বেশকিছু উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী কৈলাসহর থানার শরণাপন্ন হয়েছিল, যদিও পরবর্তী সময়ে মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদেরে হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে কৈলসহর তার পুরানো ছন্দে ফিরে আসে। আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন ও বিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে বর্তমান পরিস্থিতি ও তা মোকাবেলায় সবার সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে কিভাবে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখা যায় সে ব্যাপারে প্রত্যেকের মতামত নেওয়া হয়। সিপিআইএম বিজেপি কংগ্রেস থেকে আইএন আইপিএফটি দলের নেতৃত্ব কৈলাসহর মহকুমা এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলেও অঙ্গীকার বন্ধ হন। বৈঠক শেষে কৈলাসহর মহকুমা শাসক বিশাল কুমার সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান— বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকায় কৈলসহরে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন মহল।

অন্যদিকে, খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ খোয়াই ব্লকের পূর্ব চেবরী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যামোহন চৌধুরী পাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে শান্তি ও যম্প্রীতি যভার আয়োজন করা হয়। যভায় যভাপতিত্ব করেন জেলাশাযক পঙ্কজ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পঞ্চায়েত যমিতির ভাইয চেয়ারম্যান তাপয কান্তি দায, খোয়াইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ যুপার রাজীব যেনগুপ্ত, খোয়াই মহকুমা শাযক চাঁদনি চন্দ্রন, খোয়াই ও তুলাশিখর ব্লকের বি ডি ও-গণ। যভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ, বাজার কমিটি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাযেবী যংগঠনের প্রতিনিধিগণ, পূর্ব চেবরী গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শান্তিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, যদয্য যদ্যাগণ যহ এলাকাবাযীও উপস্থিত ছিলেন। যভায় জেলাশাযক গুজবে কান না দিয়ে যকল অংশের মানুষকে যৌভ্রাতত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান। যভায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণও যকল অংশের মানুষকে যৌভ্রাতত্ব যুদৃঢ় করতে এগিয়ে আযার আহ্বান রাখেন।

বলি তিন

● প্রথম পাতার পর
শান্তিপুর গেইটে পুলিশ ট্রাফিক পয়েন্টের সামনে ধর্মনগরের দিক থেকে আসা বহিঃরাজ্যের ডব্লিও বি-২৫-এইচ-৬৬৬৭ নম্বরের একটি লড়ির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায় বাইকটি। দুর্ঘটনায় বাইকটি পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালক মনোধন চাকমা সহ বাইকে থাকা অনিল চাকমা এবং সনাধন চাকমার। পরে খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তিনজনকে উদ্ধার করে পেচারথল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ছুটে আসে পেচারথল থানার পুলিশ। এবিষয়ে পেচারথল শান্তিপুর গেইটে ট্রাফিক পয়েন্টে কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মী জানান গাড়ি আসতে দেখে তিনি বাইকটিকে দাঁড়ানোর জন্য সিগন্যাল দিলে তারা এই সিগন্যাল না মেনে আসার চেষ্টা করেছিল। যার জন্যই এই দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে নিহতদের বাড়ি থেকে ছুটে আসেন তাদের পরিবারের লোকজন। কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ বিষয়ে মৃত অনিল চাকমার বাবা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে এবং ভাতিজাকে নিয়ে মেয়ের জামাই বাইকটি নিয়ে বেরিয়েছিল। আর পথেই এই বিপত্তি।এ বিষয়ে পেচারথল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের লোকজনদের হাতে।এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে। বাইকটিকেও থানায় নিয়ে এসেছে। তবে গাড়ির চালক পলাতক। ঘটনার বিষয়ে তদন্তে নেমেছে পেচারথল থানার পুলিশ। পথদুর্ঘটনায় একসাথে তিন যুবকের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। তবে ট্র্যাফিক সিগন্যাল অমান্য করাতেই যে এভাবে পথেই জিবনদ্বীপ নিভে গেলো এক পরিবারের তিন যুবকের তা ট্রাফিক কর্মীর বক্তব্যেই উঠে এলো।

সুপ্রিম কোর্ট

আটের পাতার পর
কিন্তু, শবরীমালা মন্দিরে ১০-৫০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারেনি সুপ্রিম কোর্টঊ তাই গত ১৪ নভেম্বর শবরীমালা মামলা পাঠানো হয় ৭ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চেঊ অনেক দিন হয়ে গেল, কিন্তু এখন গঠিত নয় সর্বোচ্চ আদালতের বৃহত্তম বেঞ্চঊ এ প্রসঙ্গে শুক্রবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে জানিয়েছেন, শবরীমালা মন্দির নিয়ে রায়দান (মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া) হয়েছে, যদিও বিষয়টি বৃহত্তম বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে, আমরা কোনও হিংসা চাই নাঊ এরপরই সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, শীঘ্রই গঠিত হবে সাত-সদস্যের বেঞ্চ।

২৬ ফেব্রুয়ারি

আটের পাতার পর
রাজ্যের বই প্রকাশনী সংস্থাকে মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে । এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে । সভায় আলোচনা করতে গিয়ে উপমুখ্যমী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, এবার আগরতলা বইমেলা-২০২০ নতুন স্থানে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এক্ষেত্রে মেলার সফলতা নিয়ে অনেকটাই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । কিন্তু সন্দেহ ও নিরাশাকে জয় করে এগিয়ে যাওয়াই হল সফলতা, উৎসাহ দিয়ে বলেন তিনি। তাঁর কথায়, বর্তমান রাজ্য সরকার সরকারি কিংবা বেসরকারি সব কিছুকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে । তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এবারের মেলার সফলতা আগামী দিনগুলিকে ছাপিয়ে যাবে । সভায় উপস্থিত অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরাও মেলা আয়োজন উপলক্ষ্যে সবিস্তারে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

সম্মতি

● প্রথম পাতার পর
বিল।

গত সোমবার মধ্যরাতে ৩১১-৮০ ভোটে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয় শাসক শিবির। এরপর বুধবার পেশ হয় রাজ্যসভায়। প্রায় সাত ঘন্টার টান টান বিতর্কের শেষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ভোটাভুটির হয় ভোটের ফল ছিল ১২৫-১০৫ঊ বিলের পক্ষে ভোট পড়েছিল ১২৫টি, বিপক্ষে ১০৫। লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হওয়ায় পর রাষ্ট্রপতির সইয়ের অপেক্ষায় ছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাষ্ট্রপতি সই করার পরই আইনে পরিণত হল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল।

সিএবি আইনে পরিণত হওয়ার ফলে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে ছ'টি অ-মুসলিম (হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি ও খ্রিস্টান) শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেবে ভারত সরকার।

মেঘালয়ও

● প্রথম পাতার পর
সড়ক অবরোধ করা হয় উলুবেড়িয়ায়। কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী রাস্তা অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে দেন। পরে অবরোধ শুরু হয়েছে রেল লাইনে। হাওড়া-খড়গপুর শাখায় ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

হাওড়া থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে যাওয়া বিভিন্ন দূরপাল্লার ট্রেন আটকে পড়েছে। হাওড়ায় ফেরার পথেও আটকে রয়েছে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ওই শাখায় লোকাল ট্রেন পরিষেবাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রেল লাইনের উপরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। পাথর ছুড়ে হামলা চালানো হচ্ছে আটকে থাকা ট্রেনগুলিতে। একটি ট্রেনের চালক এবং এক রেল পুলিশ কর্মী হামলায় জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আটকে পড়া যাত্রীরা জানাচ্ছেন যে, তাঁদের অনেকেও জখম হয়েছেন।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙাও শুক্রবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত। জাতীয় সড়ক এবং রেললাইনে অবরোধ চলছে বেলডাঙায়। সেখানেও রেললাইনে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সড়ক থেকে পুলিশ অবরোধ হঠানোর চেষ্টা করতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। ফলে অবরোধও সরানো যায়নি বলে জানা যাচ্ছে। শিয়ালদহ-লালগোলা শাখায় ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত।মুর্শিদাবাদের জেলা সদর বহরমপুরেও গোলমাল ছড়িয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানেও জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়েছিল। পরে অবশ্য অবরোধ উঠে যায়। তবে জেলার আরও উত্তরে উমরপুরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত বৃহস্পতিবার থেকেই। পার্শবর্তী জেলা বীরভূম থেকেও অবরোধ বিক্ষোভের খবর আসতে শুরু করেছে।

এডিজি রেল অধীর শর্মা জানিয়েছেন, উলুবেড়িয়াতে কেবিন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। লাইনে টায়ার জ্বালানো হয়। দুটো ট্রেন আটকে রয়েছে ওই স্টেশনে। হাওড়া এবং খড়গপুরের রেল পুলিশ সুপার বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছছেন। বেলডাঙাতেও রেললাইনের উপর টায়ার জ্বালানো হয়। তবে কোথাও কেউ আহত হননি বলেই জানতে পেরেছি। কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকাও উত্তপ্ত হয়েছে। পার্ক সার্কাস সেভেন্ট পয়েন্ট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কয়েকশো লোক। রাস্তায় টায়ার জ্বালানো হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অশান্তির বিরুদ্ধে বার্তা দিয়েছেন। রাজ্যবাসীর উদ্দেশে তাঁর আহ্বান পশ্চিম বাংলায় শান্তি বহাল রাখুন। সিএবি-র প্রতিবাদ করতে হলে গণতান্ত্রিক উপায়ে তা করার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ও শান্তির আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সংসদে পাশ হওয়া আইনে ভরসা রাখুন। দেশের সংবিধানে ভরসা রাখুন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শান্তিপ্রিয়। রাজ্যপালের এই অনুরোধ তাঁরা নিশ্চয়ই মানবেন। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে খবর আসছে তা নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছেন তিনি। দুপুরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ থাকলেও, সন্ধ্যার দিকে ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

এবার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯ (ক্যাব) নিয়ে সরব হল রাষ্ট্রসংঘ। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র ফারহান হক জানিয়েছেন, আমরা এটা জানি যে ভারতীয় সংসদের নিম্ন ও উচ্চকক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সরব মেঘালয়। শুক্রবার শিলংয়ে সংঘর্ষের সময়, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাসের গুলি চালায়। যার ফলে তার দু'জন পুলিশকর্মীসহ প্রায় ২৫ জন আহত হয়। বিক্ষোভকারীরা রাজভবনের মূল ফটক থেকে কয়েক মিটার দূরে একটি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ভাঙচুর করেছে। পূর্ব খাসি পাহাড়ের জেলা পুলিশ সুপার ক্লোদিয়া লিঙ্গওয়া জানিয়েছেন, নারীসহ কমপক্ষে দু'জন পুলিশ সদস্য এবং প্রায় ২০ থেকে ২৩ বেসামরিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। লিঙ্গওয়া অবশ্য অস্বীকার করেছিল যে প্রতিবাদকারীরা রাজভবনের নিরাপত্তা লঙ্ঘন করেছে।

নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে জড়ো হওয়া মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে.। বিক্ষোভকারীরা রাজভবনের নিকটে পাথর ছোঁড়ার পর পুলিশ কর্তৃক অশ্রুবাহিত ও লাঠিচার্জ করে।

তারপর যা যা ঘটনা হয়েছে গোটা বিষয়ের উপর আমরা কড়া নজর রাখছি। আইননুগ বিষয়গুলিও আমরা মাথায় রাখছি। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশের পর থেকেই অশান্ত উত্তর-পূর্ব ভারত। ভূমিপুত্রদের অধিকার ক্ষুণ হবে, এর জেরে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন সাধারণ মানুষ। বুধবার রাত থেকেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি অসমে। হিংসায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যসভায় বিল পাশ হতেই বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রপতির সিলমোহর পড়ল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯-এ (ক্যাব)। বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে রামনাথ কোবিন্দ বিলে স্বাক্ষর করে এটিকে আইনে পরিণত করলেন। মধ্যরাত থেকে আইনে পরিণত হল বিলটি। এর ফলে, প্রতিবেশী তিন দেশ আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেবে ভারত সরকার।

স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এদেশে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এই আইনের মাধ্যমে। এদিকে, ক্যাব পাশের প্রতিবাদে উত্তাল অসম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্য। বিলের প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার মানুষ। দোকান, গাড়ি, বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগাল জনতা। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত উত্তেজনায় মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। সরকারি সূত্রে অবশ্য তিনজনের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে।

ভুটানের সামদ্রুপজোংখা জেলার লাগোয়া উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতের অসমের কোকরঝাড়, চিরাং, বাকসা ও উদালগুড়ি জেলা। আর অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং এবং পশ্চিম কেমাং জেলা। ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে তীব্র রক্তাক্ত পরিস্থিতি উত্তর-পূর্ব রাজ্য। তার জেরেই এবার ভুটানের সামদ্রুপ জোংখার সীমান্ত ফটক সাময়িক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল। নেহরু জমানায় নয়াদিল্লি ও থিম্পুর মধ্যে বন্ধুত্বের চুক্তি (১৯৪৯)-এর কারণে ভারতীয় ও ভুটানিদের যাতাযাতে তেমন কড়াকড়ি ছিল না। তবে সম্প্রতি সেই নিয়মে কড়াকড়ি করা হয়েছে। তবে রোজই বহু সংখ্যক ভুটানি শুধু অসম বা অরুণাচল প্রদেশ নয়, উত্তর পূর্বের অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও যাতায়াত করেন। কিন্তু গত ৭২ ঘণ্টা ধরে অসম রক্তাক্ত।

ভারতের নতুন সংসদ ভবন

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ১৩ ডিসেম্বর।। ২০২২ সালে ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবেসে দেশ নতুন সংসদ ভবন পাবে। শুক্রবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলা সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। তিনি জানান, তিনি নিজে সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। সেই মোতাবেক নতুন সংসদ ভবন পাবে দেশ।

মালিকের

● প্রথম পাতার পর
ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সাংসদ মহুয়া মৈত্র

আটের পাতার পর
হয়েছে, সেই ধারাকে লঙ্ঘন করছে এই বিল। উল্লেখ্য, বুধবার বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় পাশ হয়। প্রায় ৯ ঘণ্টার বিতর্কের পরে ভোটাভুটির জন্য বিলটি পাশ হয়ে যায়। এ দিন বিলের পক্ষে ১২৫টি ভোট পড়েছে। অন্যদিকে, বিপক্ষে ভোট দেন ১০৫ জন সাংসদ। সংসদের উভয় কক্ষে বিলটি পাশ হওয়ার পর তা পাঠানো হয়েছিল রাষ্ট্রপতির কাছে। তাতে স্বাক্ষর করে সম্মতি জানিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এই আইন কার্যকরী হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষেরা আর বেআইনি শরণার্থী হিসেবে বিবেচিত হবেন না, তাঁরা হবেন ভারতীয় নাগরিক।

অঙ্গন

আইপিএল নিলামের জন্য চূড়ান্ত ৩৩২ ক্রিকেটারের নাম, বাংলা থেকে কারা ?

কলকাতা: আর মাত্র ১ সপ্তাহের অপেক্ষা। ১৯ ডিসেম্বর প্রথমবার শহরে বসতে চলেছে আইপিএলর মেগা নিলাম। বিসিসিআইয়ের তরফে ঘোষণা হল নিলামে ওঠা ক্রিকেটারদের চূড়ান্ত তালিকা। ২০২০ আইপিএলের জন্য নিলাম টেবিলে উঠছে ৩৩২ ক্রিকেটার। তার মধ্যে ১৮৬ জন ভারতীয় ক্রিকেটার। ১৪৩ জন বিদেশি ক্রিকেটার।৩ জন আইসিসি-র অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশের ক্রিকেটার। বাংলা থেকেই চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন মোট ৯ জন। তালিকায় থাকা ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ বেস প্রাইজ একমাত্র রবিন উথাপ্পার। প্রাক্তন কেকেআর তারকার বেস প্রাইস দেড় কোটি টাকা। জয়দেব উনাদকট, ইউসুফ পাঠান, পীযূষ চাওলাদের বেস প্রাইস ১ কোটি টাকা।সাতজন বিদেশি ক্রিকেটারের বেস প্রাইজ থাকছে সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা। তালিকায় রয়েছে প্যাট কামিন্স, জস হ্যাজলউড, ক্রিস লিন, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ডেল স্টেইন ও শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জোলো ম্যাথিউজ। ৮ ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের পছন্দের ক্রিকেটারদের তালিকা দেওয়ার পর সেখান থেকে ৩৩২ ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নিলামের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিলেন ৯৭১ ক্রিকেটার।বাংলা থেকে তালিকায় রয়েছেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মনোজ তিওয়ারি, শাহবাজ আহমেদ, অগ্নিভ পান, বিবেক সিং, গতবছর বিরাটের দলে খেলা প্রয়াস রায়বর্মন, সায়ন ঘোষ, ঈশান পোড়েল ও আকাশদীপ। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের মধ্যে সবথেকে বেশি টাকা রয়েছে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের হাতে। ৪২.৭০ কোটি টাকা রয়েছে প্রীতি জিন্টার দলের কাছে। কেকেআরের হাতে রয়েছে ৩৫.৬৫ কোটি টাকা। সবথেকে কম ১৪.৬০ কোটি টাকা রয়েছে ধোনির সিএসকের কাছে। ৬ জন বিদেশি-সহ সর্বাধিক ১২ জন ক্রিকেটার নিতে পারবে বিরাটের আরসিবি। ম্যাক্সওয়েল, ক্রিস লিন, মর্গ্যানদের মতো ক্রিকেটারদের নিয়ে টানাপোড়েন চলতে পারে নিলামে।

আজাদ ময়দানের অন্ধকার তাঁবু থেকে ভারতীয় দল, যশস্বী এখন অনুপ্রেরণার আরেক নাম

চলতি বছরের বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বাইয়ের জার্সি গায়ে মাঠে নেমে একটা রেকর্ড করেছিলেন বাঁ-হাতি তরুণ এক ব্যাটসম্যান। সব থেকে কম বয়সে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরি করার রেকর্ড গড়েছিলেন যশস্বী জয়সোয়াল। সেদনই এই নামটা ভারতীয় ক্রিকেট মহলে আলোচনার বিষেয় হয়ে দাঁড়ায়। এরপর অনুর্ধ ১৯ বিশ্বকাপের ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণার পর দেখা গেল ভারতীয় দলেও উজ্জ্বল উপস্থিতি এই ক্রিকেটারের। এবার সেই ক্রিকেটারকে নিয়ে একটি ছোট তথ্যচিত্র তৈরি করেছে ক্রিকেটার নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। সেই ভিডিও তারা পোস্ট করেছে তাদের সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে। যশস্বীর লড়াই এর গল্প মুগ্ধ করেছে ক্রিকেট প্রেমীদের।সচিনকে দেখে ক্রিকেট ব্যাট হাতে তুলে নেওয়া। আর একটাই স্বপ্ন সচিনের মতই একদিন ভারতীয় দলের জার্সি ও মুম্বাই দলের জার্সি গায়ে খেলার। উত্তর প্রদেশের এক দরিদ্র পরিবারের ছেলে সেদিন আজাদ ময়দানে এসে নিজের স্বপ্নটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু ক্রিকেট খেলা গরীব ঘরের কাছে যে স্বপ্নের মতই। বাবা বলেছিলেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু যশস্বী সেসব না ভেবে ২২ গজেই নিজের স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করে। একটা ম্যাচে জানতে পারে ভাল খললে আজাদ ময়দানের তাঁবুতে থাকার জায়গা পাওয়া যেতে পারে। সেই ম্যাচে ভাল খেলে মুম্বই থাকার জায়গাটা পাকা করে নেয় সে। কিন্তু তাঁবুতে থাকা যে কঠিন কাজ। বৃষ্টির জলে কখনও তাঁবু ভেসে গেছে কখনও একফেঁটাও আলোর মুখ দেখা যায়নি। কিন্তু সেই অন্ধকারেও উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখেতে শুরু করেছিল যশস্বী।খেলার পাশাপাশি রাস্তার ধারে ফুচকা বিক্রি করে নিজের খরচ চালাত সে। যশস্বী নিজেই বলছেন, সব থেকে খারাপ লাগত যখন আমারহ সতীর্থরাই আমার দোকানে ফুচকা খেতে আসত। কিন্তু কাজকে কাজের মতই দেখে গেছেন। তারপর একদিন কোচ জোয়ালার হাতে পরতেই জীবনটাই যেন বদলে গেল। যশস্বীর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন তাঁর কোচ। তারপর থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই তরুণ ক্রিকেটারকে। সামনে এবার অনুর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ। এই টুর্নামেন্ট, যুবরাজ সিং, বিরাট কোহলি, পৃথ্বী শাহ, শুভমান গিলদের জন্ম দিয়েছে। কে বলতে পারে নতুন বছরে যশস্বী ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন উপহার হয়ে উঠে আসবেন না। তরুণ বাঁহাতি ব্যাটসম্যান অবশ্য নিজের কাজ করে যেতে চান। কাজ করলে ফল পাওয়া যাবেই। এটাই যে মন্ত্র তরুণ যশস্বীর।

অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরলেন ব্রাভো, খেলতে চান বিশ্বকাপ

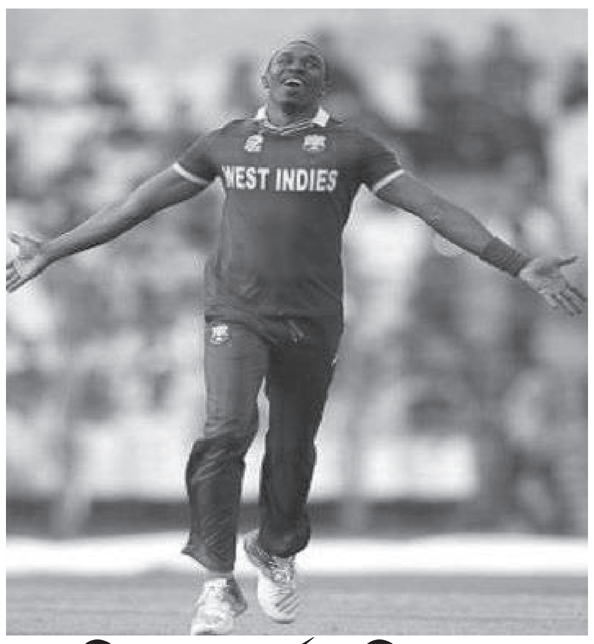

অবসরের সিদ্ধান্তের সরিয়ে রেখে আবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাতে রাজি ডোয়েন ব্রাভো। অবসর ভেঙে ফিরে এলেন ডিজে ব্রাভো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের সঙ্গে খারাপ সম্পর্কের জেড়ে ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক ব্রাভো। কিন্তু ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটে তাঁর দাপট চলতেই থাকে। তাঁর ফর্ম দেখে অনেকেই বলেছেন বিশ্বকাপের দলেও তাঁর জায়গা পাওয়া উচিত ছিল। কেন ব্রাভোর সঙ্গে কথা বলছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। তখন কিছু না হলেও এবার ছবিটা বদলে গেছে। কারণ পোলার্ডদের ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব এবার নিয়েছেন রিকি স্কেরিট। যিনি আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি সভাপতি পদে এসেই বোর্ডের ওপর ক্ষুব্ধ থাকা ক্রিকেটারদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন. আর তারই ফল ব্রাভোর ফিরে আসা।৩৬ বছরের ক্রিকেটার ব্রাভো জানিয়েছেন,"আমি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা আবার ফ্যান ও শুভাকাঙ্খীদের জানাতে চাই যে আমি আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে কিছু বদল হওয়ার পরই যে এই সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি সেটা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কোচ ফিল সিমন্স ও অধিনায়ক পোলার্ডের নেতৃত্বে আমাদের দলের যোগ দেওয়ার জন্য আমি মুখিয়ে আছি। আর তারুণ্য ও অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আবার একটা দারুণ কিছু করে দেখাতে পারব আমরা। যাতে আমিও নিজের সেরাটা দিতে পারব।"ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতির সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে চলে যাওয়ার পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ব্রাভো। এমনকি প্রাক্তন সভাপতিকে প্রকাশ্যে অনেক ক্রিকেটারার জীবর নষ্ট করার জন্য দায়ি করেছিলেন। তেব সেই অধ্যায় অতীত করে আবার জাতীয় দেল ফেরার পালা। পোলার্ড, সিমন্স, লুইস, হেটমায়ার, হোল্ডার, রাসলদের সঙ্গে এবার জুড়ে যাবে ব্রাভোর নামটাও। শেষ টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেতাব ধরে রাখার লড়াই তাদের সামনে। ব্রাভোর ফিরে আসা ক্যারিবায়ান দলকে আরও অনকটা শক্তিশালী করল বলেই মনে করছেন ক্রিকেট পন্ডিতরা।

বিপুল অর্থ দাবি করে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে মামলা করলেন নেইমার

কথা রাখেনি বার্সেলোনা। তাই নিজের পাওনা আদায়ের জন্য নিজের পুরোনো ক্লাবের বিরুদ্ধে মামলা করলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল তারকা নেইমার। নেইমারের দাবি দলের প্রতি অনুগত থাকার পুরস্কার হিসেবে তাকে ৩৫০ মিলিয়ন ইউরো দেওয়ার কথা ছিল বার্সেলোনার, যা তারা দেয়নি।শুধু তাই নয়, নেইমার আরও অতিরিক্ত ১ লাখ ইউরো চেয়েছেন তাদের কাছে যেটি বোনাস হিসেবে দেওয়ার কথা ছিল তাকে। বার্সার সঙ্গে চুক্তি করার সময় চুক্তিপত্রে বোনাসের কথা উল্লেখ ছিল বলে জানিয়েছেন নেইমার। উল্লেখ্য, বার্সেলোনা ছাড়ার পর নেইমার বর্তমানে খেলছেন প্যারিস সেইন্ট-জার্মেইন এর হয়ে।

কোপা আমেরিকায় আর্জেন্তিনার গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া

বুয়েনস এয়ার্স: আসন্ন কোপা আমেরিকার গ্রুপ লিগে আর্জেন্তিনার সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। কাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের সঙ্গে।২০২০ সালে যৌথভাবে কোপা আমেরিকা আয়োজন করবে আর্জেন্তিনা ও কলম্বিয়া। ১২ দলের টুর্নামেন্টে দক্ষিণ আমেরিকার ১০টি দল অংশ নেবে। অতিথি দল হিসাবে এবার কোপায় খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া ও কাতার। ১২টি দলকে দু"টি গ্রুপে ভাঙা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬টি করে দল পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। অস্ট্রেলিয়া অন্যতম আয়োজক আর্জেন্তিনার সঙ্গে "এ" গ্রুপে জায়গা পেয়েছে। ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার "বি" গ্রুপে স্থান পেয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের সঙ্গে।আর্জেন্তিনা ছাড়াও "এ" গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া খেববে অস্ট্রেলিয়া, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, চিলি ও প্যারাগুয়ের সঙ্গে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন কাতার "বি" গ্রুপে ব্রাজিল ছাড়াও মাঠে নামবে ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, পেরু ও অপর আয়োজক কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে।এই প্রথমবার কোপা আমেরিকায় আমন্ত্রিত দল হিসাবে খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া। কাতার গতবারও কোপা আমেরিকায় অংশ নিয়েছিল। দু"টি গ্রুপ থেকে চারটি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেবে। ঘরের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্তিনা মুখোমুখি হবে চিলির। বুয়েনস এয়ার্সের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। ফাইনাল ম্যাচটি খেলা হবে কলম্বিয়ায়। নতুন বছরের ১২ জুন শুধু হবে পরবর্তী কোপা আমেরিকা। চলবে ১২ জুলাই পর্যন্ত।গ্রুপ-এ: আর্জেন্তিনা, অস্ট্রেলিয়া, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, চিলি ও প্যারাগুয়ে।গ্রুপ-বি: কলম্বিয়া, ব্রাজিল, কাতার, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর ও পেরু।বিশ্বমানের বাঁক খাওয়ানো গোলে ভাইরাল জেসুস, ৪-১ জয় সিটিরইংলিশ প্রিমিয়র লিগের ম্যাচে বার্নলে এফসিকে ৪-১ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ব্লু-ব্রিগেডের হয়ে ম্যাচের দুই অর্ধে দুটি গোল গ্র্যাব্রিয়েল জেসুসের। ২৪ ও ৫০ মিনিটে গোল করেন জেসুস।২৪ মিনিটে বার্নলের বক্সের ভিতর ডান পায়ের বাঁক খাওয়ো শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করে পোস্টের বাঁ-দিকের জাল কাঁপিয়ে দলকে এগিয়ে দেন জেসুস।দর্শনীয় গোলে ফুটবল দুনিয়ার মন ভরিয়েছেন ব্রাজিল ফুটবলার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এরপর পা ঠেকিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন জেসুস।দলের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে অন্য দুটি গোল রদ্রি ও রিয়াদ মাহারেজের। নির্ধারিত সময়ের ১ মিনিট আগে বার্নলের হয়ে(৮৯মি) রবার্ট ব্র্যাডি গোল করে ব্যবধান কমান। সব মিলিয়ে ৩ গোলের ব্যবধানে সিটি ম্যাচ জিতে নেয়। এই নিয়ে লিগে ১৫ ম্যাচ খেলে ১০টিতে জয় সিটির। পেপ গুয়ার্দিওয়ালার দল ২টি ড্র ও ৩টি ম্যাচ হেরেছে। ১৫ ম্যাচ শেষে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে দল লিগের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।১৪ ম্যাচের মধ্যে ১৩টিতে জিতে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষস্থানে রয়েছে লিভারপুল। দ্যি রেডসদের থেকে এই মুহূর্তে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে লিগে এবার দারুণ খেলে ১৪ ম্যাচের ১০টিতে জয় , ২টি ড্র ও ২টি হারের পর ৩২ পয়েন্ট নিয়ে লেস্টার সিটি তিন নম্বরে উঠে এসেছে। তবে ১০ ম্যাচ শেষে মাত্র ৪টিতে জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দশ নম্বরে নেমে এসেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

সিরিজ শুরু হওয়ার আগে কায়রন পোলার্ড দিলেন বিরাট অ্যান্ড কোম্পানিকে বড়ো হুঁশিয়ারি

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ হেরে আসা ওয়েস্টইন্ডিজের দল এখন ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে টি-২০ সিরিজ খেলবে। অন্যদিকে ভারতীয় দল নিজেদের দেশে বাংলাদেশ আর দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছে। এখন টি-২০ সিরিজ শুরুর আগে ওয়েস্টইন্ডিজের অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড ভারতীয় দলকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।কায়রন পোলার্ড দিলেন ভারতীয় দলকে হুঁশিয়ারিহায়দ্রাবাদে টি-২০ সিরিজের শুরুর আগেই ওয়েস্টইন্ডিজ অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড অনেক বড়ো বয়ান দিয়েছেন। তিনি ইএসপিএন ক্রিকইনফোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে,'আমরা একটা মজবুত বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে খেলতে আসছি। আমরা ওখানে কমজুরি দেখাব, যা সঠিকও, কিন্তু যদি আমরা নিজেদের ক্ষমতা আর স্কিলের উপর বিশ্বাস করি তো সিরিজের ফলাফল যা খুশি হতে পারে। এখনো কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে আমাদের উন্নতি করতে হবে'।তিনি আগে বলেন যে,'যদি আমরা সেটা করতে সফল হই তো বেশিরভাগ সময় ফলাফল আপনার পক্ষেই থাকে। আপনাদের এই বিষয়ের প্রশংসা করা উচিত যে ওরা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কেমন প্রদর্শন করেছে, এটা অবিশ্বসনীয় ছিল আর এটা ভবিষ্যতে যাওয়ার সঙ্গেই আমাদের জন্য ভালো হয়ে গিয়েছে'।ওয়েস্টইন্ডিজের হয়ে কিছু সময় খেলতে না পারা নিয়েও বলেন পোলার্ডমাঝের ৩ থেকে ৪ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বাইরে থাকা পোলার্ড সেই সময়ের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, 'সফলতা খানিকটা বোরিং কারণ আপনাকে লাগাতার এটা পাওয়ার জন্য বারবার একই কাজ করতে হবে আর এটা এমন কিছু যার উপর কাজ করার জন্য আমাদের খেলোয়াড়রা তৈরি। আমি অনেক বছর ধরে ক্রিকেট খেলছি। মাঝের ৩ থেকে ৪ বছর খেলি নি। এতে কারো কাছেই কিছু লুকোনো নেই যে সেই সময় আমার আর বোর্ডের কেমন সম্পর্ক ছিল'।দলের অধিনায়ক হওয়া নিয়েও বললেন এই অলরাউন্ডারবর্তমান সময়ে দলের অধিনায়কত্ব সামলানো নিয়ে বলতে গিয়ে কায়রন পোলার্ড বলেছেন যে,'আপনি ওয়েস্টইন্ডিজের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখেন কিন্তু তার অধিনায়ক হওয়ার নয়। কিন্তু তারপর যদি আপনি সেটা পান তো সেই দায়িত্ব আপনার নেওয়া উচিত। আমি এটা থেকে পালাতে পারতাম না। এই দলের তরুণ খেলোয়াড়দের কিছু অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গও চাই যারা তাদের দিশা দেখাতে পারেন। এই দলে আমার কাজও তাই'।

ভারতীয় পেসারদের সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কপিল, দাবি বিশপের

ভারতীয় পেসারদের সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কপিল, দাবি বিশপেরজসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, ইশান্ত শর্মা ও উমেশ যাদব সম্বলিত ভারতের বোলিং আক্রমণকে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসেবে দেখা হচ্ছে। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান বোলিং বিভাগকে দেশের মধ্যে সর্বকালের সেরা হিসেবেও দেখছেন অনেকে। সেই দলেই রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলিং লেজেন্ড ইয়ান বিশপও। তবে তাঁর মতে, ভারতীয় লেজেন্ড কপিল দেব যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, তার ফসল বুমরা-শামি-ইশান্তরা।শুরুটা করেন কপিলএকটা সময় ছিল যখন ভারতকে ব্যাটসম্যানের দেশ হিসেবে গণ্য করত বিশ্ব। ভারতের স্পিন অ্যাটাক ছিল বিশ্বের অন্যতম সেরা। কিন্তু ভারতীয় লেজেন্ড কপিল দেব প্রথম সেই ধারণায় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন বলে দাবি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তী ইয়ান বিশপের। ভারত থেকেও যে দক্ষ ফাস্ট বোলাররা উঠে আসতে পারেন, কপিলই তা প্রথম দেখিয়েছিলেন বলে দাবি ক্যারিবিয়ান লেজেন্ডের।কপিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেলেজেন্ড কপিল দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় ক্রিকেটে জভাগাল শ্রীনাথ, জাহির খান, মুনাফ প্যাটেল, শ্রীশান্তরা ভারতীয় দলের পেস বিভাগরে সম্বৃদ্ধ করেছেন বলে দাবি ইয়ান বিশপের। তাঁর কথায়, কপিল দেবের তৈরি জমিতেই বুমরা-শামি-ইশান্তরা ফুল ফোটাচ্ছেন।বিরাট কোহলির প্রশংসাঅধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলি যেভাবে ভারতের ফাস্ট বোলারদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন, তা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ইয়ান বিশপ। তাঁর কথায়, অধিনায়ক পাশে না দাঁড়ালে জসপ্রীত বুমরার মতো বিরল প্রতিভার বিকাশ হয়তো ঘটতো না। একই সঙ্গে ফাস্ট বোলার হিসেবে মহম্মদ শামি ও ইশান্ত শর্মার উত্তরণেও বিরাট কোহলির বড় ভূমিকা আছে বলে বিশ্বাস করেন ক্যারিবিয়ান লেজেন্ড।ভরত অরুণের প্রশংসাজসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, ইশান্ত শর্মা ও উমেশ যাদব সম্বলিত ভারতের বোলিং আক্রমণকে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সাফল্যের পিছনে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ ভরত অরুণের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করেন ইয়ান বিশপ।আগামীজসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি-দের পর ভারতের পরবর্তী ফাস্ট বোলিং প্রজন্ম তৈরি বলে মনে করেন ইয়ান বিশপ। উত্তরপ্রদেশের ২১ বছরের শিবম মাভি ও রাজস্থানের কমলেশ নাগারকোটির জোরে বোলিং তাঁর পছন্দের বলে জানিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ লেজেন্ড।

বুমরাকে শাসন করতাম: আবদুল রজ্জাক

তাঁকে মোকাবিলা করতে সমস্যায় পড়েন বিশ্বের তাবড় তাবড় ব্যাটসম্যানরা। বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার বলতেই জসপ্রীত বুমরার নাম ভেসে ওঠে ক্রিকেট সার্কিটে। সেই বুমরাকেই নাকি অনায়াসে সামলে দিতেন। এমনটাই দাবি করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডার আবদুল রাজ্জাক। তিনি সরাসরি বলে দিচ্ছেন, তিনি ক্রিকেটার হিসেবে সক্রিয় থাকলে বুমরাকে রীতিমতো শাসন করতেন ব্যাট হাতে।পাকিস্তানের এক প্রচারমাধ্যমে সাক্ষাতকার দেওয়ার সময়ে রাজ্জাক জানিয়ে দেন, তাঁর সময়ে বুমরার থেকে অনেক ভাল বোলার বিশ্ব ক্রিকেটে পাওয়া যেত। "নিজের সময়ে বিশ্বমানের সমস্ত বোলারদের মুখোমুখি হয়েছি। তাই বুমরার মতো কোনও বোলারকে খেলতে আমার অন্তত কোনও সমস্যাই হত না। আমি খেললে বরং বুমরার উপরেই চাপ থাকত।" সাফ জানাচ্ছেন তারকা অলরাউন্ডার।মুম্বইয়ে অনুশীলন শুরু করলেন বুমরাএখানেই না থেমে পাক অলরাউন্ডারের আরও দাবি, "আমাদের সময়ে ওয়াসিম আক্রাম, গ্লেন ম্যাকগ্রাথদের মতো গ্রেট বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাট করেছি। তাই বুমরা আমার সামনে বাচ্চা বোলার। ও বল করলে আক্রমণ করে শাসন করতাম রীতিমতো।"রাজ্জাক ১৯৯৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের জার্সিতে ওয়ানডে খেলেছেন। নিজের সেরা সময়ে ২০০২ সালে আইসিসি-র ওয়ানডে-র অলরাউন্ডারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানেও ছিলেন তিনি।মুদ্রস্নানের ছবি পোস্ট করলেন বুমরা, কবে ফিরছেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার বোলার?তবে বর্তমানে বিশ্বের একনম্বর ওয়ান ডে বোলার বুমরার বিষয়ে বলতে গিয়ে রাজ্জাক অকপট, "বুমরা দারুণ বল করছে। কোনও সন্দেহ নেই ও অনেক উন্নতিও করেছে। ও বোলিং অ্যাকশনটা একটু অদ্ভূত। এই কারণে ও এত বেশি সাফল্য পেয়েছে।"পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরে পিসিবির কাছে দেশের অনুর্ধ-১৯ দলকে কোচিংয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে পিসিবি তাঁকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করেনি।বিশ্বকাপের সময় হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে মন্তব্য করে শিরোনামে উঠে এসেছিলেন রাজ্জাক। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, হার্দিকের মধ্যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তবে ওর কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণ করতে হবে। রাজ্জাক আরও জানিয়েছিলেন, তিনি হার্দিককে কোচিং করালে বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার বানাতে পারেন হার্দিককে।

স্মিথকে টপকে ফের এক নম্বরে বিরাট, আইসিসি টেস্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে তিন ভারতীয়

স্টিভ স্মিথকে টপকে বিরাট কোহালি আবার টেস্টের বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান। সদ্য প্রকাশিত আইসিসি-র প্রকাশিত ক্রমতালিকায় ৯২৮ পয়েন্ট পেয়ে ভারত অধিনায়ক এখন শীর্ষস্থানে। অজি তারকা স্মিথ পাঁচ পয়েন্ট কম পেয়ে ক্রমতালিকায় দু" নম্বরে। প্রথম দশে রয়েছেন ভারতের তিন-তারকা।দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি এবং ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত দিন-রাতের টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করায় কোহালি অজি তারকা স্মিথকে টপকে পৌঁছে যান এক নম্বরে।বল বিকৃতি কাণ্ডে নির্বাসন কাটিয়ে ফেরার পর থেকেই স্মিথের ব্যাট কথা বলছে। অ্যাশেজের চারটি টেস্টে ৭৭৪ রান করে স্মিথ এর আগে এক নম্বরে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দু"ম্যাচের টেস্ট সিরিজে স্মিথ নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। নখদন্তহীন পাক আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৪ ও ৩৬ রান করেন স্মিথ। ব্যাটে রান না পাওয়ায় এক নম্বরের জায়গা টলে যায় স্মিথের।অ্যাডিলেড অবশ্য মনে রাখবে ডেভিড ওয়ার্নারকে। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ডেভিড ওয়ার্নার অপরাজিত ৩৩৫ রানের ইনিংস খেলেন। এই ইনিংসের জন্য বাঁ হাতি ওপেনার ১২ ধাপ উপরে উঠে এসেছেন। ওয়ার্নার এখন রয়েছেন পাঁচে। মার্নাস লাবুশানের ব্যাটও কথা বলেছে টেস্ট সিরিজে।লাবুশানে উঠে এসেছেন আট নম্বরে। আইসিসির প্রকাশিত ক্রমতালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন ভারতের চেতেশ্বর পূজারা। এক ধাপ নেমে অজিঙ্কে রাহানে এখন ছ"নম্বরে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি করায় জো রুট ঢুকে পড়েছেন প্রথম দশে। রুট এখন সাতে। ৮৭৭ পয়েন্ট পেয়ে কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন রয়েছেন তিন নম্বরে। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে রয়েছেন দশে।মায়ের মৃত্যু, তীব্র অনটন, দেশের অনূর্ধ ১৯ ক্যাপ্টেন যেন জীবনকে হারিয়ে দেওয়া ক্রিকেটার

ভারতের প্রত্যেক টেস্ট সিরিজে একটি করে গোলাপি বলে দিন-রাতের ম্যাচ চান সৌরভ

কলকাতা: তাঁর উদ্যোগেই ভারতের মাটিতে প্রথম গোলাপি বলে নৈশালোকের টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইডেনে ভারত-বাংলাদেশের সেই ম্যাচ দেখতে উপচে পড়েছিল গ্যালারি। এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, প্রত্যেক টেস্ট সিরিজে ভারতের অন্তত একটা করে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলা উচিত।একটি জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ বলেছেন, "আমি এটা নিয়ে বেশ আশাবাদী। আমার মনে হয় এটাই টেস্ট ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা। সব টেস্ট নৈশালোকের না হোক, প্রত্যেক সিরিজে অন্তত একটি করে ম্যাচ গোলাপি বলে ও দিনরাতের ফর্ম্যাটে খেলা উচিত ভারতের।"সৌরভ নিজে সিএবি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। নিজের সংস্থায় দেশের প্রথম পিঙ্ক বল টেস্ট আয়োজন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা অন্য সংস্থার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান তিনি। সৌরভ বলেছেন, "বোর্ডে আমার অভিজ্ঞতা জানাব এবং অন্যান্য সংস্থাতেও গোলাপি বলে ম্যাচ করার চেষ্টা করব। এবার থেকে সব দেশই তৈরি থাকবে। কেউই ৫ হাজার দর্শকের সামনে টেস্ট ম্যাচ খেলতে চায় না।"দেশের মাটিতে প্রথম গোলাপি বলে নৈশালোকের টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশকে ইনিংস ও ৪৬ রানে হারিয়েছিল বিরাট কোহলির ভারত।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed cover Tender for supply of 1, 00,000 nos Arecanut seed nut/Sprouted seed nut for raising arecanut nursery under MGNREGA Scheme under Bagafa Agri. Sub-Division during the year 2019-20 are invited on behalf of the Government of Tripura from the bonafied and resourceful Supplier/ Arecanut grower/Registered nursery /Lamps Pacs of Indian National having financial stability. The prescribed Form, which may be available from the office of the undersigned during the office hours of any working day up to **48 hrs before the scheduled time of dropping the tender/ down load from website www. tender.gov.in.Tender** will received in the office of the undersigned at **10:30 am to 3:00 pm on 30/12/2019** and will be opened in the same day at **4 pm** if possible.

ICA/C-1903/2019-20

Supdt. of agriculture
Bagafa, South Tripura

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা জীবনের স্বার্থে আমাদের অঙ্গীকার।

সন্ধান চাই

Ref : Abhoynagar Top GDE No : 12 Dt: 18/11/2019

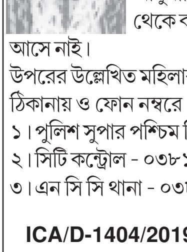

পাশের ছবিটি শ্রীমতি সুপর্ণা পাল পিতা-মৃত সুভাষ পাল সাং- মহিলা আশ্রম অভয়নগর আগরতলা, থানা এন.সি. সি পশ্চিম ত্রিপুরা। বয়স ৩১ বছর উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি গায়ের রং-কাল, পরনে-লাল রঙের চুড়িদার গত ১৮-১১-২০১৯ইং তারিখ আনুমানিক বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট অভয়নগর মহিলা আশ্রম থেকে কাউকে কোন না বলে বাহির হইয়া যায় আজ পর্যন্ত ফিরে আসে নাই।

উপরের উল্লেখিত মহিলার সম্বন্ধে কাহার ও কোন তথ্য থানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ রইল।

১। পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা-০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। এন সি সি থানা - ০৩৮১-২৪১০০১০

ICA/D-1404/2019-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

মাছ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর ।। হাপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হলো মৎস্য মেলা। মৎস্যমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা, বিধায়িকা মিমি মজুমদার প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন। মৎস্যমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে স্থানীয় মানুষের চাহিদা অনুযায়ী শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মৎস্য উৎপাদন হয় জনজাতি এলাকায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যে মাছের ঘাটতি রয়েছে ২৪ হাজার ১৮১ মেট্রিকটনের। ঘাটতি মেটাতে মাছ আসে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে। মাছ আমদানি করতে প্রতিবছর প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হলে টাকার সাশ্রয় হবে। তাতে রাজ্যের উন্নতি হবে। মৎস্য চাষীদের এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইচ্ছে করলে তিনবছরের মধ্যে মৎস্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করা সম্ভব বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মৎস্য চাষীরাও রাজ্যের উন্নয়নের মাপকাঠি বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মৎস্য চাষে মৎস্যচাষীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনবছরের মধ্যে রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর করার জন্য মৎস্যচাষীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কো-অপারেটিভ তৈরি করে নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে মৎস্য চাষে সাফল্য মিলতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। রুদ্রসাগর, শুকসাগর, তাকমাজলা, সীমনা জলায় স্থানীয় জনগণকে নিয়ে মৎস্য চাষ করে সাফল্য মিলবে বলেও মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ধানচাষে যেখানে ১০ কোটি টাকা আয় হবে মৎস্য চাষে সেই জায়গায় ১০০ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হবে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশ, ইম্ফল শহরের কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের আচার্য তথা সরকারের যোজনা পর্ষদের সদস্য ড. সে আয়াপ্পান, আগরতলার মৎস্য কলেজের ডিন ড. পি কে পান্ডে, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা ডি কে চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা রাজ্যে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন তাদের সম্মাননা দেওয়া হয়। ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তর ও হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলায় ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তর, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, ফিসারি কলেজ সহ বেসরকারি বিভিন্ন মৎস্য চাষি এবং মাছের জন্য তৈরি প্রক্রিয়াজাত খাবারের স্টল রয়েছে। এতে বিভিন্ন স্টলে জীবন্ত মাছ ও মাছের তৈরি বিভিন্ন কাবার সামগ্রী বিক্রি করা হচ্ছে।

নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিভ্রান্তি জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচারে নামছে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে গোটা দেশজুড়ে। বিশেষ করে ক্ষোভে ফুঁসছে অসম ও ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্য। বিজেপি নেতৃত্বের মতে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিভ্রান্তির কারণেই এই ধরনের পরিস্থিতিঊ সাধারণ মানুষকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কে বোঝানোর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তাই ১৪-১৮ ডিসেম্বর গুয়াহাটি, দিল্লি, কলকাতা ও মুম্বই-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচারে নামছে বিজেপি।

শুক্রবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে ১৪-১৮ ডিসেম্বর দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি এবং লখনউতে প্রচার করা হবে। মূল উদ্দেশ্য হল-নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা। প্রসঙ্গত, গত সোমবার মধ্যরাতে ৩১১-৮০ ভোটে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল শাসক শিবিরঊ এরপর বুধবার পেশ হয় রাজ্যসভায়। প্রায় সাত ঘন্টার টান টান বিতর্কের শেষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ভোটাভুটির হয় ভোটের ফল ছিল ১২৫-১০৫। বিলের পক্ষে ভোট পড়েছিল ১২৫টি, বিপক্ষে ১০৫। লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হওয়ায় পর রাষ্ট্রপতির সইয়ের অপেক্ষায় ছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাষ্ট্রপতি সই করার পরই আইনে পরিণত হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল।

দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলার আখাউরা রোডস্থিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠের পক্ষ থেকে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবছর ১৮ ই ডিসেম্বর সারদামায়ের ১৬৭তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আশ্রমের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীত বস্ত্র বিরতন অনুষ্ঠঅনে আশ্রমের সম্পাগক কথা বলতে গিয়ে জানান, প্রতি বছর কোন না কোন ভক্ত এগিয়ে এসে এই আশ্রমের মাধ্যমে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে। এবছর আশ্রমেরই ভক্ত মনোজ রায় দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণে উদ্যোগ নেয়। মোট ৫০ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্য এই শীত বস্ত্র বিতরণ করা হবে।

দুস্কৃতি হামলায় আহত বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ ডিসেম্বর।। দুষ্কৃতি দ্বারা এক বিজেপি কর্মী আহত হয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, ঘটনা শুক্রবার দুপুরে মানিক বাজার এলাকায়। সংবাদে জানা যায়, গত কয়েকদিনের উত্তপ্ত পরিস্থিতি ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। হঠাৎই শুক্রবার দুপুরে জনা কয়েক দুষ্কৃতি বিজেপি সমর্থিত মানিক বাজার এলাকার বরুন দেববর্মার বাড়িতে চড়াও হয়ে গৃহকর্তাকে মারধোর করে। এতে বরুন দেববর্মা আহত হয়। পরে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত বরুন দেববর্মাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আহত বরুন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিএসএফের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। বিএসএফ-এর ৩১ নং ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক স্বচ্ছভারত অভিযান। শুক্রবার বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল প্রাঙ্গন থেকে এই স্বচ্ছভারত অভিযানের কাজ শুরু হয়। ৩১ নং বিএসএফ এর কর্মীরা শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার করে রাস্তার বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পুনরায় ৩১ নং বিএসএফ এর হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছায়। এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলে ধলেন ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট রাজীব কুমার।

আখাউড়া চেকপোস্টে অচলাবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর ।। আখাউড়া ল্যান্ড কাস্টম বন্দরে গত তিনদিন ধরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আসা পণ্যবাহী যানবাহনগুলিতে যাতায়াত করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যানবাহনের চালকরা তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন। কেন এই জটিলতা সে সম্পর্কে কেউ মুখ খুলছেন না। শ্রমিকদের ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে।

শবরীমালা মামলায় শীঘ্রই গঠিত হবে সাত-সদস্যের বেঞ্চ, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): শবরীমালা মামলায় খুব শীঘ্রই গঠিত হবে সাত-সদস্যের বেঞ্চঊ সাত-সদস্যের বৃহত্তম বেঞ্চেই শবরীমালা মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে জমা পড়া পুনর্বিবেচনার আবেদনের শুনানি হবেঊ পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত বিন্দু আম্মিনী এবং রেহানা ফাতিমা নামে দু'জন মহিলাকে পুলিশি সুরক্ষা প্রদানের জন্যও নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতঊ শবরীমালা নিয়ে ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট গুরুত্ব দিয়েছিল নারী-পুরুষের সমানাধিকারকেঊ পুরনো প্রথা ভেঙে শবরীমালার দরজা মহিলাদের জন্য খুলে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টঊ ২০১৮-র ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ততালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ শবরীমালার দরজা ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের জন্য খুলে দিয়েছিল।

সেই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য প্রায় ৫০টি আর্জি জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টেঊ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতির বেঞ্চে সেই সব আর্জির শুনানি হয়েছিল দীর্ঘ দিন ধরেঊ

ছয়ের পাতায় দেখুন

লোকসভা ও রাজ্যসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : লোকসভা ও রাজ্যসভা শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি ঘোষণা হল। সপ্তদশ লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন গত ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল। আজ শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি ঘোষণা হল। শুক্রবার লোকসভা অধিবেশন শুরু হওয়ার পরে বিরোধীদের হৈ-হট্টগোলের কারণে দু''বার স্থগিত করা হয়। কংগ্রেস সদস্যদের স্লোগানের মাঝেই স্পিকার ওম বিড়লা চলতি অধিবেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিবরণ দেন এবং এরপরে তিনি এই কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, এই অধিবেশনে লোকসভায় মোট ২০ টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৮ ঘন্টা এবং ৪৩ মিনিটের অতিরিক্ত কাজ হয়েছিল। এই অধিবেশনে লোকসভায় ১৪টি ও রাজ্যসভায় ১৫টি বিল পাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি লোকসভায় ১১৬

ক্ষমা আমি চাইবই না : নিজ মন্তব্যে অনড় রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): 'রেপ ইন ইন্ডিয়া'-কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের জেরে শুক্রবার উত্তাল হয়েছে লোকসভা। রাজ্যসভাতেও বেশ কয়েকজন বিজেপি সাংসদ রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন। সংসদে উত্তাপ ছড়ালেও রাহুল কার্যত নিজের মন্তব্য থেকে সরে আসছেন নাঊ রাহুল জানিয়েছেন, 'আমি ক্ষমা চাইব না।' পাল্টা আক্রমণ করে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেছেন, "আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব, নরেন্দ্র মোদীজি দিল্লিকে 'রেপ ক্যাপিটাল' বলেছিলেন, আমার ফোনে ভিডিও ক্লিপও রয়েছে। প্রত্যেকে যাতে দেখতে পারেন সেজন্য আমি ওই ভিডিও ক্লিপ টুইট করব। আসলে উত্তর-পূর্বের প্রতিবাদ থেকে নজর ঘোরাতেই এসব করছে বিজেপি।'

রাহুল গান্ধীর 'রেপ ইন ইন্ডিয়া' মন্তব্যের জেরে শুক্রবার, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের অন্তিম দিন উত্তাল হল লোকসভা ও রাজ্যসভাঊ নিম্নকক্ষ লোকসভায় রাহুলকে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিজেপি সাংসদ স্মৃতি ইরানি, রাজনাথ সিং, লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। লোকসভায় তুমুল হই হট্টোগোলের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন স্পিকার ওম বিড়লাঊ রাহুলের 'রেপ ইন ইন্ডিয়া' মন্তব্যের জেরে উত্তাল হয় রাজ্যসভাও। রাজ্যসভায় রাহুলকে ক্ষমা চাইতে বলেন উচ্চকক্ষের বেশ কয়েকজন বিজেপি সাংসদঊ তখন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, 'এই কক্ষের সদস্য নন, এমন ব্যক্তির নাম নিতে পারবেন না আপনারা।

৩৮তম আগরতলা বইমেলার সূচনা ২৬ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। বারো দিনব্যাপী আগরতলা বইমেলা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে । তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে উন্নত পরিকাঠামোর যে সুবিধা রয়েছে তা কাজে লাগানোর জন্যই এবারের ৩৮তম আগরতলা বইমেলা সেখানে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাগৃহে আয়োজিত আগরতলা বইমেলা-২০২০ এর পরিচালন কমিটির প্রথম সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ।

ত্রিপুরার উপমুখ্যমী জিষ্ণু দেববর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা, আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব শৈলেন্দ্র সিং, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের অধিকর্তা পি কে গোয়েল, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস সহ গ্রামোন্নয়ন, বিদ্যুৎ, শিল্প ও বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, অগিনির্বাপক, আরক্ষা প্রভৃতি দফতরের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এবারকার আগরতলা বইমেলা-২০২০ এর মূল থীম হবে 'আমার ত্রিপুরা আমার সংস্কৃতি, এদিনের সভায় আলোচনাক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিদিন মেলা শুরু হবে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে । ছুটির দিনগুলিতে মেলা চলবে রাত ৯ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং অন্যান্য দিনগুলিতে মেলা চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত । এবারের বইমেলায় প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ সহ দেশের বিভিন্ন

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধর্ষণে দোষী সাব্যস্তদের ২১ দিনের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কর্যকর করতে অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় পাশ দিশা বিল

হায়দরাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় পাশ দিশা বিল। শুক্রবার, অন্ধ্রপ্রদেশ দিশা ফৌজদারি আইন (অন্ধ্র সংশোধনী) বিল, ২০১৯ পাশ করানো হয়। ধর্ষণে দোষী সাব্যস্তদের ২১ দিনের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে এই বিলে ঊ মূলত, ওই পশু-চিকিৎসককে শ্রদ্ধা জানাতেই আইনের নাম 'দিশা' রাখা হয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য তেলঙ্গানায় পশু-চিকিৎসক গণধর্ষণ ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন আইন দ্রুত পাশ করানোর সিদ্ধান্ত নেয় অন্ধ্রপ্রদেশ প্রশাসন। শুক্রবার, অন্ধ্রপ্রদেশ দিশা ফৌজদারি আইন (অন্ধ্র সংশোধনী) বিল, ২০১৯ পাশ করানো হয়।

এই আইন অনুযায়ী, 'ধর্ষণ ও গণধর্ষণে দোষীসাব্যস্তদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। ২১দিনের মধ্যে বিচারপর্ব শেষ করতে হবে। ৭দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে পুলিশের তদন্ত। পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে শুনানি। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম সুচারিতা বিলটি বিধানসভায় পেশ করেন। অন্ধ্রপ্রদেশের শাসক দল ওয়াইএসআর কংগ্রেস বিলটিকে বৈপ্লবিক' বলে উল্লেখ করেছে। সরকারের তরফে বলা হয়েছে, ধর্ষণের ঘটনায় যথেষ্ট প্রমাণ থাকলে, দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। অন্য কোনও বিকল্প দেওয়া হবে না। মূলত, তেলঙ্গানায় পশু-চিকিৎসক ওই পশু-চিকিৎসককে শ্রদ্ধা জানাতেই আইনের নাম 'দিশা' রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি বলেন, নির্ভয়াকাণ্ডের দোষীদের এখনও শাস্তি হয়নি। দিশার পর দেশব্যাপী যে বিপুল প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ওঠে, এই বিল তৈরির সময় তা মাথায় রাখা হয়েছিল। তিনি জানান, যেহেতু দিশা বিল কেন্দ্র ও রাজ্য-- যৌথ তালিকাভুক্ত, তাই এই বিলটি অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে।-

নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। আইনের মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন তুলে জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানির আর্জি জানিয়েছেন তিনি। তবে সেই আর্জি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এসএ বোবদের বেঞ্চে শুক্রবার বিষয়টি তোলেন মহুয়া মৈত্রের আইনজীবী। জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করার জন্য আবেদন করা হয়। হয় এ দিন, নয়তো ১৬ ডিসেম্বর শুনানি করার জন্য আর্জি জানানো হয়। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে বোবদে শুনানির তারিখ পাওয়ার জন্য মেনশনিং আইনজীবীর কাছে যেতে বলেন মহুয়ার আইনজীবীকে। এর আগে, নাগরিকত্ব আইনকে শীর্ষ আদলতের পরীক্ষার সামনে দাঁড় করায় ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ। নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় এই মুসলিম সংগঠন। পিটিশনে তাদের অভিযোগ, প্রস্তাবিত এই আইন ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বে অনুমোদন দিয়ে সংবিধান সঞ্জন করছে। বিরোধীরাও সংসদে একই দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। বলেছিলেন, সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় যেখানে আইনের চোখে সবার সমান অধিকারের কথা বলা

ছয়ের পাতায় দেখুন

আতঙ্ক কেন, ভারত নিজের দেশের মুসলিমদের কোথাও সরাচ্ছে না : তসলিমা নাসরিন

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): গোটা উত্তর-পূর্বের পরিস্থিতি এখনও অশান্ত। ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে অসম, নেমেছে সেনাঊ বন্ধ ইন্টারনেট। এই পরিস্থিতিতে টুইট করে শান্ত হওয়ার বার্তা দিলেন তসলিমা নাসরিনঊ টুইটারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখক তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, 'আতঙ্কের কি আছে? ভারত নিজের দেশের মুসলিমদের অন্য কোথাও সরাচ্ছে নাঊ এটা শুধুই অবৈধ শরণার্থীদের ব্যাপার। এমনকি উদার পশ্চিমও নিজের দেশে মুসলিমদের গ্রহণ করতে আপত্তি জানায়ঊ আমরা জানি কেন...।'

শুক্রবার সকালে অপর একটি টুইটে তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, 'আমি বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসিনি। আমি সুইডেন থেকে ভারতে এসেছি। আমি ভেবেছিলাম ভারত থাকার পক্ষে ভালো জায়গাঊ আর এখনও তাই বিশ্বাস করি। অনেক হিন্দুই যাঁরা ইউরোপে থাকেন, তাঁরা আমার মতো ভাবনা চিন্তা করেন নাঊ দেশ তাঁদেরই হওয়া উচিত যাঁরা সেই দেশকে ভালোবাসে।'

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের স্বাক্ষরের পর আইনে পরিণত হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। এই বিলকে নিয়েই ক্ষোভে ফুঁসছে অসম-সহ গোটা উত্তর-পূর্ব। জারি করা হয়েছে কারফি, ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ। এমতাবস্থায় শান্ত হওয়ার আবেদন রাখলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।